সে গুলি সব বেরোবে—এক এক জন ফলারমুখো বামুনকে ক্রিয়ে বাড়িতে ঢুক্‌তে দেখ্‌লে হঠাৎ বোধ হয় য্যান গুরুম-শাই পাঠশাল তুলে চলেচেন! কিন্তু বেরোবার সময় বোধ হয় এক একটা সদ্দার ধোপা—লুচী-মোণ্ডার মোট্‌টি একটা গাধায় বইতে পারে না! ব্রাহ্মণরা সিকি, দুয়ানি ও আদুলী দক্ষিণে পেয়ে বিদেয় হলেন; দই মাখানি এঁটো কলাপাত, ভাঙ্গা খুরী ও আঁবের আঁটীর নীলগিরি হয়ে গ্যাল! মাঁছিরা ভ্যান ভ্যান করে উড়তে লাগ্‌লো—কাক ও কুকুররা টাঁকতে লাগ্‌লো,—সামিয়ানার হাওয়া বন্ধ হয়ে গ্যাছে! সুতরাং জল সপ্ সপানি ও লুচি মণ্ডা দই ও আঁবের চপটে এক রকম ভ্যাপ্‌সো গন্ধে বাড়ি মাতিয়ে তুল্লে—সে গন্ধ ক্রিয়ে বাড়ির ফেরত লোক ভিন্ন অন্যে হঠাৎ আঁচ্‌তে পার্ব্বেন না।

এ দিকে বৈকালে রাস্তায় "কাঙ্গালী জমতে লাগ্‌লো," যত সন্ধ্যা হতে লাগ্‌লো ততই অন্ধকারের সঙ্গে কাঙ্গালী বাড়্‌তে লাগ্‌লো—ভারী দোকানদার, উড়েবেহারা, মেও ও গুলিখোরেরা কাঙ্গালীর দলে মিশতে লাগলেন; জনতার ও! ও! রো! রো! শব্দে বাড়ী প্রতিধ্বনিত হতে লাগ্‌লো; রাত্তির সাতটার সময় কাঙ্গালীদের বিদেয় কর্‌বার জন্য প্রতিবাসী ও বড় বড় উঠানওয়ালা লোকেদের বাড়ী পোরা হলো; শ্রাদ্ধের অধ্যক্ষরা থলো থলো সিকি, আদুলী, দুয়ানি ও পয়সা নিয়ে দরজায় দাঁড়ালেন; চল্‌তি মসাল, লণ্ঠন ও "আও!" "আও!" রাস্তায় রাস্তায় কাঙ্গালী ডেকে ব্যাড়াতে লাগ্‌লো; রাত্তির তিনটে পর্য্যন্ত কাঙ্গালী বিদেয় হলো। প্রায় ত্রিশ হাজার "কাঙ্গালী" জমে ছিলো, এর ভিতর অনেকগুলি গর্ব্ভবতী কাঙ্গালিনীও ছিল, তারা বিদেয়ের সময় প্রসব হয়ে পড়াতে নম্বরে বিস্তর বাড়ে।

কাঙ্গালী বিদেয়ের দিন দলস্থ নবশাখ, কায়স্থ ও বৈদ্য-দের জলপান। ফলারে কেউই ফ্যালা যায় না ; বামুন ও রেওদের মধ্যে য্যামন তুখোড় ফলারে আছে, কায়েত, নব-শাখ্ ও বদ্দিদের মধ্যেও ততোধিক। বরং কতক বিষয়ে এঁদের কাছে সার্টিফিকেটওয়ালা ফলারেরা কল্‌কে পায় না।

সহরের কারু বাড়ি কোন ক্রিয়ে কর্ম্ম উপস্থিত হলে বাড়ির ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা চাপ্‌কান, পায়জামা, টুপি ও পেটি পরে, হাতে লাল রুমাল ঝুলিয়ে—ঠিক্ যাত্রার নকীব সেজে দলস্থ ও আত্মীয় কুটুম্ব নেমন্তোন্নো কত্তে বেরোন। এর মধ্যে বড় মানুষ বা শাঁসে জলে হলে সঙ্গে পেসাদার নেমন্তন্নে বামুন থাকে। অনেকের বাড়ির সরকার বা দাদাঠাকুর গোছের পূজরী বামুণেও চলে। নেমন্তন্নে বামুণ বা সরকার রাম-গোছের এক ফর্দ্দ হাতে করে কাণে উডেন্ প্যান্‌সীল গুঁজে পান চিবুতে চিবুতে নেমন্তোন্নো সেরে যান—ছেলেটী কেবল ট্ কাপির সইয়ের মতন সঙ্গে থাকে।

আজ্‌কাল ইংরাজী কেতার প্রাদুর্ভাবে অনেকে সাপ্টা ফলার বা ভোজে যেতে লাইক্ করেন না। কেউ ছেলে পুলে পাঠিয়ে সারেন, কেউ স্বয়ং বাগানে যাবার সময় ক্রিয়ে বাড়ি হয়ে বেড়িয়ে যান—কিছু আহার কত্তে অনুরোধ কল্লে ভয়ানক রোগের ভাণ করে কাটিয়ে দ্যান ; অথচ বাড়িতে এক বোড়া কুম্ভ্ কর্ণের আহার তল পেয়ে যায়—হাতিশালের হাতি ও ঘোঁড়াশালের ঘোঁড়া খেয়েও পেট ভরে না!

পাঠক! আমরা প্রকৃত ফলারদাস। লোহার সঙ্গে চুম্বুক পাথরের যে সম্পর্ক, আমাদের সহিত লুচীরও সেইরূপ—তোমার বাড়িতে ফলারটা আসটা জম্‌লে অনুগ্রহ করে আমাদের ভুলো না—আমরা মুন্‌কে রঘুর ভাই! ফলারের

নাম শুনে আমরা নরক ও জেলে পর্য্যন্ত যাই! সেবার মৌলুবী হালুম হোঁসেন খাঁ বাহাদুরের ছেলের সুন্নতে ফলার করে এসেচি। হিন্দুধর্ম্ম ছাড়া কাণ্ড বিধবা বিয়েতেও পাত পাতা গিয়েছে। আর কলকেতার ব্রাহ্মসমাজের জন্মতিথি উপলক্ষে ১১ই মাঘ পোপ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দি ফাষ্টের বাড়িতে যে বছর বছর একটা অন্নক্ষেত্তর হয়, তাতেও প্রসাদ পেয়েচি—ভাল কথা। ঐ ব্রাহ্মভোজের দিন ঠাকুরবাবুর মাঠের মত চণ্ডীমণ্ডপে ব্রাহ্ম ধরে না, কিন্তু প্রতি বুধবারে উপাসনার সময় সমাজে কেবল জোন দশ বারোকে চক্ষু বুজে ঘাড় নাড়তে ও সুর করে সংস্কৃত মস্‌জিয়া পড়তে দেখ্‌তে পাই, বাকিরা কোথায়? তাঁরা বোধ হয়, পোষাকী ব্রাহ্ম! না আমাদের মত যজ্ঞির বিড়াল?

এ সওয়ায় আমাদের ফলারের বিস্তর ডিপ্লোমা ও সার্টি-ফিকেট আছে; যদি ইউনিভারসিটিতে বি, এ, ও বি, এলের মত ফলারের ডিগ্রী স্থির হয়, তা হলে আমরা তার প্রথম ক্যান্‌ডিডেট্।

রমাপ্রসাদ বাবুর মাব সপিণ্ডনের জলপানে আড়ম্বর বিলক্ষণ হয়েছিল—উপচারও উত্তম রকম আহরণ হয়। সহরের জলপান দেখ্‌তে বড় মন্দ নয়, একতো মধ্যাহ্ন ভোজন বা জলপান রাত্তির দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঠেল মারে, তাতে নানা রকম জানওয়ারের একত্র সমাগম। যাঁরা আহার কত্তে বসেন, সেগুলির পা প্রথম ঘোঁড়ার মত নাল বাঁদান বোধ হবে, ক্রমে সমীচীনরূপে দেখ্‌লে বুজতে পার্ব্বেন যে, কর্ম্মকর্ত্তা ও ফলারের সঙ্গিদের প্রতি এমনি বিশ্বাস যে, জুতো জোড়াটি খুল্যে খেতে বস্‌তে ভরশা হয় না!

শেষে কায়স্থের ভোজ মহাড়ম্বরে সম্পন্ন হলো। কুলী-

নরা পর্য্যায় মত রুই মাছের মুড়ো ও মুণ্ডী পেলেন—এক একটা আদবুড়ো আফিম খোর কুলীনের মাছের মুড়ো চিবোনো দেখে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা ভয় পেতে লাগ্‌লো। এক এক জনের পাত গো-ভাগাড়কে হারিয়ে দিলে! এই প্রকারে প্রায় পোনের দিন সমারোহের পর রমাপ্রসাদের মার সপিণ্ডনের ধূম চুকলো—হুজুকদারেরা জিরুতে লাগ্‌লেন!

যে সকল মহাপুরুষ দলপতিরা সভাস্থ হন নাই, তাঁরা আপনার আপনার দলে ঘোঁট পাড়িয়ে দিলেন—অনেক ভট্টাচার্য্য বিদেয় নিয়ে ফলার মেরে এসেও শেষে শ্রীশ্রী৺ ধর্ম্মসভার উমেদারের প্রপৌত্তুরদের দলের দলপতির কাছে গঙ্গাজল ছুঁয়ে শালগেরামের সাম্‌নে দিব্বি কত্তে লাগলেন যে তিনি অ্যাদ্দিন সহরে আচেন, কিন্তু রমাপ্রসাদ রায় যে কে, তাও তিনি জানেন না; তিনি শুদ্ধ বাবুই জানেন! আর তাঁর ঠাকুর (স্বর্গীয় তর্কবাচস্পতি খুড়ো) মর্‌বার সময় বলে গিয়েচেন যে "ধর্ম্ম অবতার! আপনার মত লোক আর জগতে নাই!" এ সওয়ায় অনেক শূন্য উপাধিধারী হজুরেরা ধরা পড়্‌লেন, গোবর খ্যেলেন, শ্রীবিষ্ণু স্মরণ কল্লেন ও ভুরু কামালেন।

কল্‌কেতায় প্রথম বিধবা বিবাহের দিন বালী উত্তোরপাড়া অম্বিকে ও রাজপুর অঞ্চলের বিস্তর ভট্টাচায্যিরা সভাস্থ হন—ফলার ও বিদেয় মারেন, তার পর ক্রমে গাঢাকা হতে আরম্ভ হন, অনেক গোবর খান, অনেকে সভাস্থ হয়েও বলেন, আমি সে দিন শয্যাগত ছিলাম!

যত দিন এই মহাপুরুষদের প্রাদুর্ভাব থাক্‌বে, তত দিন বাঙ্গালীর ভদ্রস্থতা নাই; গোঁসাইরা হাড়ি, মুচি ও মুদ্দফরাস নিয়ে বেঁচে আছেন, এই মহাপুরুষরা গোটা কত হতভাগা

গোমূর্খ কায়স্থ ব্রাহ্মণ দলপতির জোরে আজও টিকে আছেন; এঁরা এক এক জন হারামজাদ্‌কী ও বজ্জাতীর প্রতিমূর্ত্তি, এ দিকে এমনি সজ্জা গজ্জা করে ব্যাড়ান যে, হঠাৎ কার সাধ্য অন্তরে প্রবেশ করে—হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় অতি নিরীহ ভদ্র লোক; বাস্তবিক সে কেবল ভড়ং ও ভণ্ডামো।

রসরাজ ও যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

রমাপ্রসাদ রায়ের মার সপিণ্ডনে সভাস্থ হওয়ায় কোন কোন খানে তুমুল কাণ্ড বেধে উঠ্‌লো—বাবা ছেলের সঙ্গে পৃথক্‌ হলেন। মামী ভাগ্‌নেকে ছাঁট্‌লেন—ভাগ্‌নে মামীর চির-অন্নপালিত হয়েও চির জন্মের কৃতজ্ঞতায় ছাই দিয়ে বিলক্ষণ বিপক্ষ হয়ে পড়্‌লেন। আমরা যখন ইস্কুলে পড়তুম, তখন সহরের এক বড় মানুষ সোণার বেণেদের বাড়ির শম্ভু বাবু বলে এক জন আমাদের ক্লাসফ্রেণ্ড ছিলেন। একদিন তিনি কথায় কথায় বল্লেন যে "কাল রাত্রে আমি ভাই আমার স্ত্রীকে বর ঠাট্টা কড়েচি, সে আমায় বল্লে তুমি হনু-মান্, আমি অমনি কস্‌ কড়ে বল্লুম তোড় শ্বশুড় হনুমান্" ভাগ্‌নে বাবুও সেই রকম ঠাট্টা আরম্ভ কল্লেন। "রসরাজ" কাগজ পুনরায় বেরুলো; খেঁউড় ও পচালের স্রোত বইতে লাগ্‌লো। এরি দেখাদেখি এক জন সংস্কৃত কলেজের কৃত-বিদ্য ছোকরা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও কলেজ এডুকেশন মাথায় তুলে "য্যামন কর্ম্ম তেমনি ফল" নামে "রসরাজের" জুড়ি এক পচাল পোরা কাগজ বার কল্লেন—রসরাজ ও তেমনি ফলে লড়াই বেধে গ্যালো। দুই দলে কৃতাস্ত্র ও সেনা সংগ্রহ করে সমরসাগরে অবতীর্ণ হলেন,—ইস্কুল বয়েরা ভূরি ভূরি

নির্ব্বুদ্ধি দলবল সংগ্রহ করে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ ঘটনার ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন দলে মিলিত হলেন—দুর্ব্বুদ্ধিপরায়ণ ক্যারাণী, কুটেল ও বাজে লোকেরা সেই কদর্য্য রস পান কর্‌বার জন্য কাক, কবন্ধ ও শৃগাল শকুনির মত রণস্থল জুড়ে রইলো। রসরাজ ও যেমনি কলের ভয়ানক সংগ্রাম চলতে লাগ্‌লো—"পীর গোরাচাঁদের ম্যালা" "পরীর জন্ম বিবরণ" "ঘোঁড়াভূত" ও "ব্রহ্মদৈত্যের কথোপকথন" প্রভৃতি প্রস্তাব পরিপূর্ণ রসরাজ প্রতি দিন পাঁচ শ! হাজার! দু হাজার! কাপি নগদ বিক্রী হতে লাগ্‌লো। কিন্তু "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামে এক-খানাও ধারে বিক্রী হয় কি না সন্দেহ, "তিলোত্তমা" ও "সীতার বনবাসের" খদ্দের নাই। কিছু দিন এই প্রকার লড়াই চল্‌চে, এমন সময় গবর্ণমেণ্ট বাদী হয়ে কদর্য্য প্রস্তাব লিখন অপরাধে রসরাজ সম্পাদকের নামে পুলিসে নালীশ কল্লেন; "যেমন কর্ম্ম" ও পাছে তেম্‌নি ফল পান এই ভয়ে গা ঢাকা দিলেন; "রসরাজের" দোয়ার ও খুলীরে, মুল গায়েনকে মজ্‌লিসে রেখে "চাচা আপন বাঁচা" কথাটি স্মরণ করে মের্দ্দোম ও মন্দিরে ফেলে চম্পট দিলেন। ভাগ্‌নে বাবু (ওর্‌ফে মিস্তির খুড়ো) সকিনের ভয়ে অন্দর মহলের পাইখানা আশ্রয় কল্লেন—গিরিবর ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন চামর ও নূপুর নিয়ে তিন মাসের জন্য হরিণ বাড়ি ঢুক্‌লেন। "পীর গোরাচাঁদের" বাকি গীত সেই খানে গাওয়া হলো। পাতর ভাঙ্গা হাতুড়ীর শব্দ, বেতের পটাং পটাং ও বেড়ীর ঝুনঝুমানি মন্দিরে ও মৃদঙ্গের কাজ কল্লে—কয়েদিরা বাজে লোক সেজে "পীরের গীত" শুনে মোহিত হয়ে বাহবা ও প্যালা দিলে "খ্যেলেন দই রমাকান্ত, বিকারের ব্যালা গোবর্দ্ধন"—যে ভাষা কথা আছে, ভাগ্‌নে বাবু (ওর্‌ফে

মিত্তির খুড়ো) ও রসরাজ সম্পাদকে সেইটির সার্থকতা হলো। আমরাও ক্রমে বুড়ো হয়ে পড়্‌লেম, চশ্‌মা ভিন্ন দেখ্‌তে পাইনে।

বুজ্‌রুকী।

পাঠক! আমাদের হরিভদ্দর খুড়ো কায়স্থ মুখ্‌খী কুলীন, দেড় শ ছিলিম গাঁজা প্রত্যহ জলযোগ হয়ে থাকে, থাক্‌বার নির্দ্দিষ্ট বাড়ি ঘর নাই, সহরে খানকী মহলে অনেকের সঙ্গে আলাপ থাকায় শোবার ও খাবার ভাবনা নাই, বরং আদর করে কেউ "বেয়াই" কেউ "জামাই" বলে ডাক্‌তো। আমাদের খুড়ো ফলার মাত্রেই পাদ্‌ধূলো দ্যান ও লুচিটে সন্দেশটা বেঁধে আনতেও কসুর করেন না; এমন কি তাপে পেলে চলন সই জুতো জোড়াটাও ছেড়ে আসেন্‌ না। বলতে কি আমাদের হরিভদ্দর খুড়ো এক্‌রকম সবলোট্‌ গোছের ভদ্দর লোক! খুড়ো উপস্থিত হয়েই এ কথা সে কথার পর বল্লেন যে, আর শুনেছ আমাদের সিমলে পাড়ায় এক মহা-পুরুষ সন্ন্যাসী এসেচেন—তিনি সিদ্ধ,—তিনি সোণা তইরি কত্তে পারেন—লোকের মনের কথা গুণে বলেন—পারা ভস্ম খাইয়ে সে দিন গঙ্গাতীরে একটা পচা মড়াকে বাঁচিয়েচেন, ভারি বুজ্‌রুক! কিন্তু আমরা ক বার কটি সন্ন্যাসীর বুজ্‌রুকী ধরেচি, গুটি কত ভুতনাচার ভুত উড়িয়ে দিয়েচি, আর আমাদের হাতে একটি জোচ্চোরের জোচ্চুরি বেরিয়ে পড়ে।

যখন হিন্দুধর্ম্ম প্রবল ছিল, লোকে দ্রব্যগুণ, কিমিয়া, ভূতত্ত্ব জান্‌তো না, তখনই এই সকলের মান্য ছিল। আজ্‌

কাল ইংরাজি লেখা পড়ার কল্যাণে সে গুড়ে বালি পরেচে, কিন্তু কলকেতা সহরে না দেখা যায়, এমন জিনিষই নাই, না আসেন, এমন দেবতাই নাই, সুতরাং কখন কখন "সোণা করা" "ছেলে করা" "নিরাহার" "ভূত নাবানো" "চণ্ড সিদ্ধ" প্রভৃতিরা পেটের দায়ে এসে পড়েন, অনেক জায়গায় বুজরুক দ্যাখান্, শেষ কোথাও না কোথাও ধরা পড়ে বিলক্ষণ শিক্ষা পেয়ে যান।

হোঁসেন খাঁ।

বছর চার পাঁচ হলো, এই সহরে হোসেন খাঁ নামে এক মোছলমান বহু কালের পর ঐ রঙ্গে ভয়ানক আড়ম্বরে দ্যাখা দ্যান—তিনি হজরত জিনিয়াই সিদ্ধ। (পাঠক আরব্য উপন্যাসের আলাদিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপের কথা স্মরণ করুন)— "যা মনে করেন, সেই জিনিষই জিনি দ্বারা আনাতে পারেন, বাক্সের ভেতর থেকে ঘড়ি, আংটি টাকা উড়িয়ে দ্যান, নদীজলে চাবীর থলো ফ্যেলে দিলে জিনির দ্বারা তুলে আনান" প্রভৃতি নানা প্রকার অদ্ভুত কর্ম্ম কত্তে পারেন।

ক্রমে সহরে সকলেই হোসেন খাঁর কথার আন্দোলন কত্তে লাগলেন—ইংরেজী কেতার বড় দলে হোঁসেন খাঁর খবর হলো। হোঁসেন খাঁ আজ রাজা বাহাদুরের বাগানে বাক্সের ভেতর থেকে টাকা উড়িয়ে দিলেন, উইলসনের হোটেল থেকে খাবার উড়িয়ে আন্‌লেন, বোতল বোতল স্যাম্পিন্, দোনা দোনা গোলাবি খিলি ও দালিম কিস্‌মিস্ প্রভৃতি হরেক রকম খাবার জিনিষ উপস্থিত কল্লেন। কাল—রায় বাহাদুরের বাড়িতে কমলানেবু, বেলফুলের মালা, বরফও

আচার আন্‌লেন—যাঁরা পরমেশ্বর মান্‌তেন না, তাঁরাও হেঁাসেন খাঁকে মান্‌তে লাগ্‌লেন, ভাষায় বলে। “পাথরে পূজিলে পাঁচে পীর হয়ে পড়ে” ক্রমে হেঁাসেন খাঁ বড় বড় কাশ্মীরী উল্লুক ঠকাতে লাগ্‌লেন। অনেক জায়গায় খোরাকি বরাদ্দ হলো। বুজ্‌রুকী দ্যাখ্‌বার জন্য দেশ দেশান্তর থেকে লোক আস্‌তে লাগ্‌লো—হেঁাসেন খাঁর প্রিমিয়ম্ বেড়ে গ্যালো।

জুচ্চুরী চির কাল চলে না। “দশ দিন চোরের, এক দিন সেধের,” ক্রমে দুই এক জায়গায় হেঁাসেন খাঁ ধরা পড়্‌তে লাগ্‌লেন—কোথাও ঠোনাটা ঠানাটা, কোথাও কাণমলা, শেষ প্রহার বাকি রইলো না। যাঁরা তাঁরে পূর্ব্বে দেবতা নির্ব্বিশেষে আদর করেছিলেন, তাঁরাও দু এক ঘা দিতে বাকি রাখ্‌লেন না, কিছু দিনের মধ্যেই জিনি-সিদ্ধ হেঁাসেন খাঁ পৌত্তলিকের শ্রাদ্ধের দাগা ষাঁড়ের অবস্থায় পড়লেন যাঁরা আদর করে নিয়ে যান, তাঁরাই দাগী করে বাহির করে দ্যান, শেষে সরকারী অতিথশালা আশ্রয় কল্লেন—হেঁাসেন খাঁ জেলে গ্যালেন। জিনি পাতাল আশ্রয় কল্লেন।

ভূতনাবানো।

আর এক বার যে আমরা ভূতনাবানো দেখেছিলেম, সেও বড় চমৎকার। আমাদের পাড়ার এক শ্যাকরাদের বাড়িতে এক জনের বড় ভয়ানক রোগ হয়; শ্যাকরারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, সুতরাং রোগে চিকিৎসা কত্তে ক্রটি কল্লে না, ইংরেজি ডাক্তর বদ্দি ও হাকিমের ম্যালা করে ফেল্লে, প্রায় তিন বৎসর ধরে চিকিৎসে হলো কিন্তু রোগের কেউ কিছুই কত্তে পাল্লে না, রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি হচ্চে দেখে বাড়ির

মেয়ে মহলে—তুলসী দেওয়া—কালীঘাটে সস্তেন—কাল-ভৈরবের স্তব পাঠ—তুক্—তাক্—সাফরিদ—নারাণ—বাল-ওড়—বাল্‌সী—শোঁপুর—মুলপুর ও হামুস পুর প্রভৃতি বিখ্যাত বিখ্যাত জায়গায় চন্নামেত্তো ও মাতুলী ধারণ হলো—তারকেশ্বরে হত্যে দিতে লোক গ্যালো—বাড়ির বড় গিন্নী কালীঘাটে বুক চিরে মাথায় ও হাতে ধুনো পোড়াতে গ্যালেন—শেষে এক জন ভূতচালা আনা হয়।

ভূতচালার ভূতের ডাক্‌তারি পর্য্যন্ত করা আছে। আজ কাল দু এক বাঙ্গালী ডাক্তার মধ্যে মধ্যে পেসেণ্টের বাড়ি ভূত সেজে দ্যাখা দ্যান—চাদরের বদলে দড়ি ও পেরেক সহিত মশারি গায়ে কখন বা উলঙ্গ হয়েও আসেন, কেবল মন্ত্রের বদলে চার পাঁচ জন রোজায় ধরা ধরি করে আস্তে হয়। এঁরা কল্‌কেতা মেডিকেল কালেজের এজুকেটেড্ ভূত।

ভূতচালা চণ্ডীমণ্ডপে বাসা পেলেন, ভূত আস্‌বার প্রোগ্র্যাম স্থির হলো—আজ সন্ধ্যার পরেই ভূত নাবেন, পাড়ার দু চার বাড়িতে খবর দেওয়া হলো—ভূত মনের কথা ও রুগীর ঔষধ বলে দেবে। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গ্যাল, কুটিও-য়ালারা ঘরে ফিরেন—বারফট্‌কারা বেরুলেন, বিগ্রহরা উত্ত-রাড়ি কায়েতদের মত (দর্শন মাত্র) সেতল খেলেন, গীর্জ্জের ঘড়িতে ঢং টাং ঢং করে নটা বেজে গ্যালে গুম করে তোপ্ পড়্‌লো। ছেলেরা "ব্যোম্‌কালী কল্‌কেতাওয়ালী" বলে হাত তালী দে উঠ্‌লো—ভূতনাবানো আসরে নাব্‌লেন।

আমাদের প্রতিবাসী, ভূত নাবানোর কথা-প্রমাণ ও বাড়ির গিন্নিদের মুখে শুনে ভূতের আহার জন্য আয়োজন কত্তে ত্রুটি করে নাই; বড় বাজারের সমস্ত উত্তমোত্তম মেঠাই; ক্ষীরের নানা রকম পেয় ও লেহ্যরা পদার্পণ করেন—

ও তারকেশ্বরের উদ্দেশে সোণার তাগা বাঁধা ছিল। খুব ছেলেবেলা আমাদের একবার বড় ব্যারাম হয়, তাতেই আমাদের পায়ে একটি চোরের সিঁদের বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হয় ও মাথায় পঞ্চানন্দের একটি জট্ থাকে, জটটি তেলে ও ধূলোতে জড়িয়ে গিয়ে বামছাগলের গলার নুম্‌ড়ীর মত ঝুলতো, কিন্তু আমরা ইস্কুলের অবস্থাতেই অল্প বয়সে জ্যাম্ বিসনের দাস হয়ে ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে এক খানা ছাবানো হেডিংওয়ালা কাগজে নাম সই করি; তাতেই শুনলেম যে আমাদের ব্রাহ্ম হওয়া হলো, সুতরাং তারই কিছু পূর্ব্বে ইস্কুলের পণ্ডিতের মুখে মহাপুরুষের দুর্দ্দশা শুনে সে গুলি খুলে ফেলেছিলেম, আজ সেই গুলির আবার স্মরণ হলো, মনে কল্লেম যদি ভূত নাবানো সত্যই হয়, তা হলে সেগুলি পোরে আস্‌তে পাল্লে ভূতে কিছু কর্ত্তে পার্ব্বে না — এই বিবেচনা করে সেই গুলির তত্ত্ব কল্লেম, কিন্তু পাওয়া গ্যাল না — সে গুলি আমাদের পৌত্তুরের ভাতের সময় একটা চাকর চুরি করে; চুরিটি ধরবার জন্য চেষ্টারও ত্রুটি হয় নি — গিন্নি শনিবারে একটা সুপুরি, পয়সা ও সওয়া কুনকে চেলের মুঠো বাঁধেন, নেঁপীর মা বলে আমাদের বহু কালের এক বুড়ি দাসী ছিল, সে সেই মুঠোটি নে জানের বাড়ি যায় — জান গুণে বলে দ্যায় যে "চোর বাড়ির লোক, বড় কালও নয় বড় সুন্দরও নয়, শ্যামবর্ণ মানুষটি একহারা মাজারি গোঁপ, মাথায় টাক্ থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে" জানের গোণাতে আমাদের ও চাকরটিকেই বোঝায়, সুতরাং চাকরকেই চোর স্থির করে ছাড়িয়ে দেওয়া যায়, সুতরাং সে মাদুলী গুলি পাওয়া গ্যাল না, বরং ভূতের ভয় বেড়ে উঠলো!

ব্রাহ্ম হলেও যে ভূতে ধরবে না এটিরও নিশ্চয় নাই — সে

দিন কলকেতার ব্রাহ্ম সমাজের এক জন ডাক্তারকটরের স্ত্রীকে ডাইনে পায়—নানা দেশ দেশান্তর থেকে রোজা আনিয়ে কত ঝাড়ান ঝোড়ান, সর্ষে পড়া, জল পড়া ও নক্ষা পড়া দিতে, তবে ভাল হয়—অনেক ব্রাহ্মর বাড়িতে ভূত চতুর্দ্দশীর প্রদীপ দিতে দেখা যায় !

এ দিকে রোজা খানিক ক্ষণ ডাকতে ডাকতে ভূতের আসবার পূর্ব্ব লক্ষণ হতে লাগলো, গোহাড়, ঢিল, ইট ও চুতো হাড়ি বাড়ির চতুর্দ্দিকে পড়তে লাগলো, ঘরের ভেতর গুপ গুপ করে য্যান কে নাচ্চে বোধ হতে লাগলো, খানিক ক্ষণ এই রকম ভূমিকার পর মড়াস করে একটা শব্দ হলো, ভূতের বসবার জন্য ঘরের ভিতর যে পীড়ে খানা রাখা হয়ে ছিলো, শব্দে বোধ হলো সেই খানি চূর্ণ হয়ে ভেঙ্গে গ্যাল—রোজা সভয়ে বলে উঠলেন—শ্রীযুৎ এসেচেন ।

আমরা ছেলে ব্যালা আমাদের বুড়ো ঠাকুরমার কাছে শুনে ছিলাম যে, ভূতে ও পেত্নীতে খোঁনা কথা কয়, সিটি আমাদের সংস্কার বদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো ; আজ তার পরীক্ষা হলো—ভূত পীড়ে ফাটিয়েই খোনা কথা কইতে লাগলেন, প্রথমে এসেই কলেজ বয়েদের দলের দুই এক জনের নাম ধরে ডাকলেন, তাদের নাস্তিক ও ক্রিশ্চান বলে ডাক দিলেন, শেষে ভূতত্ত্ব নিবন্ধন ঘাড় ভাঙ্গবার ভয় পর্য্যন্ত দ্যাখাতে ক্রটি করেন নাই ; ভূতের খোঁনা কথা ও অপরিচিতের নাম বলাতেই বাড়ির কর্ত্তা বড় ভয় পেলেন, জোড় হাত করে (অন্ধকারে জোড় হাত দ্যাখা অসম্ভব, কিন্তু ভূত অন্ধকারে দিব্বি দেখতে পান, সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তা অন্ধকারেও জোড় হস্তে কথা কয়ে ছিলেন এ আমাদের কেবল ভাবে বোধ হলো) ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু ভূত সরমডান্ট ওয়েলসের মত যা ধরেন,

তার সমূলচ্ছেদ না করে ছাড়েন না, সুতরাং আমাদের ঘাড় ভাঙবার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হলো না, শেষে রোজা ও বুড়ো বুড়ো দর্শক ও বাড়িওয়ালার অনেক সাধ্য সাধনার পর ভূত মহোদয় বটি বাঁটায় আগত নূতন জামাইয়ের মত যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ কত্তে সম্মত হলেন, আমরাও পালাবার পথ আঁচতে লাগলেন।

লুচীর চট্‌কানো ও চিবোনোর চপর চপর ও সাপুটা ফলারের হাপুর হুপুর শব্দ থাম্‌তে প্রায় আদ ঘন্টা লাগলো, শেষে ভূত জলযোগ করে গাঁজা ও তামাক খাচ্চেন, এমন সময় পাশ থেকে ওলাউঠো, রুগীর বমির ভূমিকার মত উকীর শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌লো, ক্রমে উকীর চোটে ভূতের বাক্‌রোধ হয়ে পড়লো—বমি! হড় হড় করে বমি! গৃহস্থ মনে কল্লেন, ভূত মহাশয় বুঝি বমি কচ্চেন সুতরাং তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়ে আনালেন, শেষে দেখি কি চেলা ও রোজা খোদই বমি কচ্চেন, ভূত সরে গ্যাচেন—আমরা পূর্ব্বে শুনিনে যে গেরস্তর অগোচরে এক জন মেডিকেল কালেজের ছোকরা ভূতের জন্য সংগৃহীত উপচারে টারটারমেটিক্ মিশিয়ে দিয়েছিলেন, রোজা ও চেলারা তাই প্রসাদ পাওয়াতেই তাঁদের এই দুর্দ্দশা সুতরাং ভূতনাবানোর উপর আমাদের যে ভক্তি ছিলো, সে টুকু উপে গ্যাল। সুতরাং শেষে আমরা এই স্থির কল্লেম যে, ইংরাজি ভূতেদের কাছে দিশী ভূত ঘবরেআসে না।

এ সওয়ায় আমরা আরও দুচার জায়গায় ভূতনাবানো দেখেছি, পাঠকরাও বিস্তর দেখেচেন, সুতরাং সে সকল এখানে উত্থাপন করা অনাবশ্যক, "ভূতনাবানো" ও "হেঁৎসেন খাঁ" কেবল জুজুরি ও হুজুকের আনুসঙ্গিক বলেই আমরা উল্লেখ করি।

নাক্ কাটা বঙ্ক।

হরিভদ্দর খুড়োর কথা মত—এ সকল প্রলয় জুয়াচুরী জেনেও আমরা এক দিন সন্ধ্যার পর সিমলে পাড়ার বঙ্ক-বেহারি বাবুর বাড়িতে গেলুম, বেহারি বাবু উকীলের বাড়ির হেড্ ক্যারাণী—আপনার বুদ্ধি ও কৌশল বলেই বাড়ি ঘর দোর ও বিষয় আশয় বানিয়ে নিয়েচেন, বারো মাস ঘারে ঘোরে ফেরেন—যে রকমে হোক কিছু আদায় করাই উদ্দেশ্য।

বঙ্কবেহারি বাবু ছেলে বেলায় মাতামহের অন্নেই প্রতি-পালিত হন্, স্মৃতরাং তাঁর লেখাপড়া ও শারীরিক তদ্বিরে বিলক্ষণ গাফিলী হয়। এক দিন মামার বাড়ি খ্যালা কত্তে কত্তে তিনি পাতকোর ভেতর পড়ে যান—তাতে নাক্‌টি ক্যেটে যায় সুতরাং সেই অবধি সমবয়সীরা আদর করে "নাক্ কাটা বঙ্কবেহারি" বলেই তাঁরে ডাক্‌তো. শেষে উকীলবাড়িতেও তিনি ঐ নামে বিখ্যাত হয়ে পড়েন। বঙ্কবেহারি বাবুরা তিন ভাই, তিনি মধ্যম, তাঁর দাদা সেলরদের দালালী কত্তেন, ছোট ভাইয়ের পাইকেরের দোকান ছিল। তিন ভাইয়েই কাঁচা পয়সা রোজগার করেন, জীবিকা গুলিও রকমারী বটে, সুতরাং নানাপ্রকার বদমায়েস পাল্লায় থাকবে বড় বিচিত্র নয়—অল্প দিনের মধ্যেই বঙ্কবেহারি বাবুরা সিমলের এক জন বিখ্যাত লোক হয়ে উঠেছিলেন, হঠাৎ কিছু সম্পত্তি হলে লোকের মেজাজ যে রূপ গরম হয়ে ওঠে, তা পাঠক বুঝতেই পারেন (বিশেষত আপনাদের মধ্যেও কোন্ না দুই এক জন বঙ্কবেহারি বাবুর অবস্থার লোক না হবেন) ক্রমে বঙ্কবেহারি বাবু ভদ্র লোকের পক্ষে প্রকাণ্ড জোলাপ হয়ে পড়লেন।

ঘরটি চার কোণা সমান, মধ্যে সন্ন্যাসী বাঘছাল বিছিয়ে বসে-চেন, সামনে একটি ত্রিশূল পোঁতা রয়েচে, পিতলের বাঘের উপর চড়া মহাদেব ও এক বাণলিঙ্গ শিব সামনে শোভা পাচ্চেন, পাশে গাঁজার হুঁকো—সিদ্ধির ঝুলী ও আগুনের মাল্‌সা—সন্ন্যাসীর পেছনে দুজন চ্যালা বসে গাঁজা খাচ্চে, তার কিছু অন্তরে একটা কম্বল, ঝাঁতা, হাতুড়ি ও হামামদিস্তে পড়ে রয়েচে—এরাই সোণা তইরির বাহ্যিক আড়ম্বর।

আমাদের মধ্যে অনেকে সন্ন্যাসীকে দেখে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আপার হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন, অনেকে নিমগোছের ঘাড় নোয়ালেন, কেউ কেউ আমাদের মত গুরুমশায়ের পাঠশালের ছেলেদের ন্যায় গণ্ডার এণ্ডার সায় দিয়ে গোলে হরিবোলে সাচ্চেন—শেষে সন্ন্যাসী ঘাড় নেড়ে সকলকেই বসতে বল্লেন।

যে মহাপুরুষদের কৌশলে হিন্দুধর্ম্মের জন্ম হয়, তাঁরাই ধন্য! এই কন্ধকাটা! এই ব্রহ্মদত্যি! এই রক্তদন্তী কালী—এই শেতলা! ছেলেদের কথা দূরে থাকুক বুড়ো মিন্‌সেদেরও ভয় পাইয়ে দ্যায়! সন্ন্যাসী যে রূপক সজ্জা গজ্জা করে বসে-ছিলেন, তাতে মানুন বা নাই মানুন, হিন্দুসন্তান মাত্রকেই সেওরাতে হয়ে ছিলো! হায়! কালের কি মহিমা—সে দিন যার পিতামহ যে পাতরকে ঈশ্বরজ্ঞানে প্রণাম করেচে—মুক্তির অনন্যগতি জেনে ভক্তি করেচে, আজ তার পৌত্তুর সেই পাতরের ওপোর পা তুলতে শঙ্কিত হচ্চে না; রে বিশ্বাস? তোর অসাধ্য কর্ম্ম নাই! যার দাস হয়ে এক জনকে প্রাণ সমর্পণ করা যায়, আবার তারই কথায় তারে চিরশত্রু বিবেচনা হয়, এর বাড়া আর আশ্চর্য্য কি! কোন্ ধর্ম্ম সত্য? কিসে ঈশ্বর পাওয়া যায়? তা কে বলতে পারে! সুতরাং

পূর্ব্বে যারা ঘোরবাদী বল্লে জলে, মাটি ও পাথরে ঈশ্বর বলে পূজে গ্যাচে, তারা যে নরকে যাবে, আর আমরা কি বুধবারে ঘণ্টা খানেকের জন্য চক্ষু বুজে ঘাড় নেড়ে কান্না ও গাওনা ক্লেন যে স্বর্গে যাব—তারই বা প্রমাণ কি? সহস্র সহস্র বৎসরে শত শত তত্ত্ববিৎ ও প্রকৃতিজ্ঞ জ্ঞানীরা যাঁরে পাবার উপায় অবধারণে অসমর্থ হলো, আমরা যে সামান্য হীনবুদ্ধি হয়ে তাঁর অনুগৃহীত বলে অহঙ্কার ও অভিমান করি, সে কতটা নির্ব্বুদ্ধির কর্ম্ম?—ব্রহ্মজ্ঞানী যেমন পৌত্তলিক, ক্রিশ্চান ও মোসলমানদের অপদার্থ ও অসার বলে জানেন, তাঁরাও ব্রাহ্মদের পাগল ও ভণ্ড বলে স্থির করেন; আজ কাল যেখানে যে ধর্ম্মে রাজমুকুট নত হয়, সেখানে সেই ধর্ম্মই প্রবল। কালের অবার্য নিয়মে প্রতিদিন সংসারের যেমন পরিবর্ত্তন হচ্চে, ধর্ম্মসমাজ- রীতি ও নিয়মও ছাড়চে না। যে রামমোহন রায় বেদকে মান্য করে তার সূত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের শরীর নির্ম্মাণ করেচেন, আজ একশ বছরও হয় নাই, এরই মধ্যে তাঁর শিষ্যরা সেটী অস্বীকার কল্লেন—ক্রমে ক্রিশ্চানীর ঢঙ্‌ ব্রাহ্মধর্ম্মের অলঙ্কার করে তুলেচেন—আরও কি হয়! এই সকল দেখে শুনেই বুঝি কতকগুলি ভদ্র লোক ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। যদি পরমেশ্বরের কিছু মাত্র বিষয় জ্ঞান থাকতো, তা হলে সাদ করে "ঘোড়ার ডিম" ও "আকাশ কুসুমের" দলে গণ্য হতেন না। সুতরাং এক দিন আমরা তাঁরে এক জন কাণ্ডজ্ঞানহীন পাড়াগেঁয়ে জমিদার বলে ডাকলেও ডাকতে পারি।

সন্ন্যাসী আমাদের বক্তৃতা বলে অন্য কথা তোলবার উপক্রম কচ্চেন, এমন সময় বঙ্কবেহারী বাবু এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন—সে দিন বঙ্কবেহারী বাবু মাথায় একটি জরীর

কর্ত্তে লাগ্‌লো ; ক্রমে এক জন চেলা নিকটে এসে জিজ্ঞাসা কল্লে " গুরু ! এ কটোরেমে ক্যা হ্যায় ? " সন্ন্যাসী, " দুধ্‌ হো বেটা ! " বলে তাতে এক কুশী জল ফ্যালবামাত্র সরার মধ্যে দুধের মত সাদা হয়ে গ্যাল---আমরাও দেখে শুনে গাধা বনে গেলুম---এই রকম নানা প্রকার বুজ্‌রুকী ও কার্দ্দানীর প্রকাশ হতে হতে রাত্তির এগারোটা বেজে গ্যাল সুতরাং সকলের সম্মতিতে বঙ্ক বাবুর প্রস্তাবে সে রাত্রের মত বেদব্যাসের বিশ্রাম হলো ; আমরা রাম রকমের একটী প্রণাম দিয়ে একটি উল্লুক হয়ে বাড়িতে এলেম---একে ক্ষুধাও বিলক্ষণ হয়েছিল, তাতে আমাদের বাহন ঝাঁকা-মুটেটি যে রাৎকানা তা পূর্ব্বে বলে নাই সুতরাং তার হাত ধরে গুটি গুটি করে উজোন আদ ক্রোশ পথ ঠেলে তাকে কাঠের দোকানে পৌঁচে রেখে তবে বাড়ি যাই, দুঃখের বিষয় আবার সে রাত্রে বেরালে আমাদের খাবার গুলি সব খেয়ে গিয়েছিলো, দোকান গুলিও বন্ধ হয়ে গ্যাচে সুতরাং ক্ষুধায় ও পথের কষ্টে আমরা হত ভে ম্বা হয়ে সে রাত্তির অতিবাহিত করি।

আমরা পূর্ব্বেই বলে এসেচি " দশ দিন চোরের এক দিন সেধের" ক্রমে অনেকেই বঙ্ক বাবুর বাড়ির সন্ন্যাসীর কথা আন্দোলন কর্ত্তে লাগ্‌লেন, শেষে এক দিন আমরা সন্ন্যাসীর জুচ্চুরী ধর্ত্তে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে বঙ্ক বাবুর বাড়িতে গেলেম ; পূর্ব্ব দিনের মত জবা ফুল তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠ্‌লো, এমন সময় এক জন মেডিকেল কালেজের বাঙ্গলা ক্লাশের বাঙ্গাল ছাত্র লাফিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীর হাত ধরে ফেল্লেন, শেষে হুড়োহুড়িতে বেরুলো জবাফুলটি বালুঞ্চি দিয়ে তাঁর নখের সঙ্গে লাগান ছিল

সংসারের গতিই এই এক বার অনর্থের একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র

বেরুলে ক্রমে বহুলী হয়ে পড়ে, বাল্‌ষ্বী বাঁধা জবাফুল ধরে পড়্‌তেই সকলেই একত্র হয়ে সন্ন্যাসীর তুবড়া তুবড়ির খানাতল্লাসী কত্তে লাগ্‌লেন; এক জন ঘুর্ত্তে ঘুর্ত্তে ঘরের কোন থেকে একটা মরা পাঁটা বাহির কল্লেন। সন্ন্যাসী এক দিন ছাগল কেটে প্রাণ দান দ্যান; সেই কাটা ছাগলটি সরাতে না প্যেরে ঘরের কোণেই (ফোরওয়ালা মেজে নয়) পুতে রেখে ছিলেন, তাড়াতাড়িতে বেমালুম করে মাটি চাপাতে পারেন নাই, পাঁটার একটি সিং বেরিয়ে ছিলো—সুতরাং এক জনের পায়ে ঠ্যাকাতেই সুসন্ধানে বেরুলো। সন্ন্যাসী আমাদের সাক্ষাতে যে মদকে দুদ্‌ করে ছিলেন, সে দিন তারও জাক্ ভেঙ্গে গ্যালো, সেই মজলিসের এক জন সব আসিষ্টান্ট সার্জ্জন বল্লেন, যে আমিরিকান রম (মার্কিন অরীস) নামক মদে জল দেবামাত্র সাদা দুদের মত হয়ে যায়। এই রকম ধর পাকড়ের পর বঙ্কবেহারী বাবুও সন্ন্যাসীকে অপ্রস্তুত করে; আমরা রৈ রৈ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেম; হরিশ্চন্দর খুড়ো সন্ন্যাসীর পেতলের শিবটি ক্যেড়ে নিলেন, সেটি বিক্রী করে নেপালে চরস কেনেন ও তাঁরও সেই দিন থেকে এই রকম বুজ্‌রুক সন্ন্যাসীদের ওপর অশ্রদ্ধা হয়।

পূর্ব্বে এই সকল অদৃষ্টচর ব্যাপারের যে রকম প্রাদুর্ভাব ছিল এখন তার অংশে আদ্‌ গুণও নাই, আমরা সহরে কদিন কটা ঊর্দ্ধ্ববাহু কটা অবধুত দেখ্‌তে পাই? ক্রমে হিন্দু ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল জুয়াচ্চুরীরও লাঘব হয়ে আস্‌চে, ক্রেতা ও লাভ ভিন্ন কোন ব্যবসাই স্থায়ী হয় না সুতরাং উৎসাহদাতা বিরহেই এই সকল ধর্ম্মানুষঙ্গিক প্রবঞ্চনা উঠে যাবে কিন্তু কলকেতা সহরের এমনি প্রসব ক্ষমতা যে এখনও এমন এক একটি মহাপুরুষের জন্ম দিচ্চেন যে তাঁরা যাতে এই সকল

বদমায়িসী চির দিন থাকে, যাতে হিন্দুধর্ম্মের ভড়ং ও ভাণ্ডামোর প্রাদুর্ভাব বাড়ে, সহস্র সৎকার্য্য পায়ের নিচে ফ্যালে তার জন্যই শশব্যস্ত। এক জনরা তিন ভাই ছিল, কিন্তু তিনটিই পাগল, এক দিন বড় ভাই তার মাকে বলে যে "মা। তোমার গর্ভটি দ্বিতীয় পাগলা গারদ" সেই রকম এক দিন আমরাও কল্‌কেতা সহরকে "রত্নগর্ভ" বলেও ডাকতে পারি—কল্‌কেতার কি বড় মানুষ কি মধ্যাবস্থ এক এক জন এক একটি রত্ন!! এই দৃষ্টান্তে আমরা বাবু পদ্মলোচকে মজলিসে হাজির কল্লেম।

বাবু পদ্মলোচন দত্ত—

ওরফে

হঠাৎ অবতার।

বাবু পদ্মলোচন ওর্‌ফে হঠাৎ অবতার ১১১২ সালে তাঁর মাতামহ নাউপাড়ামুখুলীর মিত্তিরদের বাড়ি জন্ম গ্রহণ করেন, নাউপাড়ামুখুলী গ্রামখানি মন্দ নয়, অনেক কায়স্থ ও ও ব্রাহ্মণের বাস আছে, গাঁয়ের জমিদার মজফ্‌ফর খাঁ, মোছলমান হয়েও গরু জবাই প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে বিরত ছিলেন। মোল্লা ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই সমান দেখ্‌তেন—মানীর মান রাখ্‌তেন ও লোকের খাতির ও সেলামালকীর গুণা কত্তেন না, ফারশীতে তিনি বড় লায়েক ছিলেন, বাঙ্গালা ও উর্দ্দুতে ও তাঁর দখল ছিল; মজফ্‌ফর খাঁ গাঁয়ের জমিদার ছিলেন বটে কিন্তু ধোপা নাপিত বন্ধ করা, হুঁকা মারা, ঢ্যালা ফ্যালা ও বিয়ে ভাটির হুকুম হাকাম ও নিষ্পত্তি করার ভার মিত্তির বাবুদের ওপোরই দেওয়া হয়। পূর্ব্বে মিত্তির বাবুদের বড়

জল জলাট ছিল, মধ্যে পরিবারের অনেক মরে যাওয়ায় ভাগা ভাগা ও বহু গুষ্টি নিবন্ধন কিঞ্চিৎ দৈন্যদশায় পড়তে হয়েছিলো কিন্তু নিঃস্ব হয়েও গ্রামস্থ লোকেদের কাছে মানের কিছু মাত্র ব্যত্যয় হয়নি।

পদ্মলোচনের জন্মদিনটি সামান্য লোকের জন্মদিনের মত অমনি যায় নি, সে দিন হঠাৎ মেঘ উদয় করে সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়—একটি সাপ আঁতুড় ঘরের দরজায় সমস্ত রাত্তির বসে কোঁস কোঁস করে আর বাড়ির একটি পোষা টিয়ে পাখি হঠাৎ মরে গিয়ে দাঁড়ে ঝুলে থাকে; পদ্মলোচনের পিতামহী এ সকল লক্ষণ শুভ নিমিত্ত বিবেচনা করে বড়ই খুসি হয়ে আপনার পরবার একখানি লাল পেড়ে সাড়ী দাইকে বক্সিস দ্যান। অভ্যাগত ঢুলি ও বাজন্দরেরাও একটি সিকি আর এক হাঁড়ি নারকেল নাড়ু পেয়েছিলো। ক্রমে মহা আনন্দে আটকৌড়ে সারা হলো, গাঁয়ের ছেলেরা "আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছে ভাল; ছেলের বাবার দাড়িতে বসে হাগ" বলে কুলো বাজিয়ে ফুটকড়াই, বাতাসা ও একএক চকচকে পয়সা নিয়ে আনন্দে বিদেয় হলো। গোভাগাড় থেকে একটা মরা গরুর মাথা কুড়িয়ে এনে আঁতুড় ঘরের দরজায় রেখে "দোরষষ্ঠী" বলে হলুদ ও দূর্ব্বো দিয়ে পূজো করা হলো। ক্রমে ১৫ দিন ২০ দিন এক মাস সম্পূর্ণ হলে গাঁয়ের পঞ্চানন্দ তলায় ষষ্ঠীর পূজো দিয়ে আঁতুড় ওঠানো হয়।

ক্রমে পদ্মলোচন তিথিগত চাঁদের মতন বাড়্‌তে লাগ্‌লেন। গুলী দাণ্ডা, কপাটি কপাটি, চোর চোর, তেলী হাত পিছ্‌লে গেলী প্রভৃতি খ্যালায় পদ্মলোচন প্রসিদ্ধ হয়ে পড়্‌লেন। পাঁচ বছরে হাতে খড়ি হলো, গুরু মশায়ের ভয়ে পদ্মলোচন পুকুর পাড়ে, নলবনে ও বাঁশবাগানে লুকিয়ে থাকেন,

পেট কামড়ানি ও গা বমি বমি প্রভৃতি অম্লশূলে রোগেরও অভাব রইলো না; ক্রমে কিছু দিন এই রকমে যায়, এক দিন পদ্মলোচনের বাপ্ মল্লেন, তাঁর মা আগুন পোয়ে গ্যালেন, ক্রমে মাতামহ, মামা ও মামাতো ভেয়েরাও একে একে অকালে ও সময়ে মল্লেন সুতরাং মাতামহ মিত্তিরদের ভিটে পুরুষ শূন্য প্রায় হলো; জমি জমা গুলি জয়কৃষ্ণের মত জমিদারে কতক গিলে ফেল্লে, কতক খাজনা না দেওয়ায় বিকিয়ে গ্যাল, সুতরাং পদ্মলোচনকে অতি অল্প বয়সে পেটের জন্যে অদৃষ্ট ও হাতযশের ওপোর নির্ভর কত্তে হলো। পদ্মলোচন কলকেতায় এসে এক বাঁসাড়েদের বাঁসায় পেটভাতে ফাই ফরমাস কাপড় কোচানো ও মুড়ী ভজা প্রভৃতি কর্ম্মে ভর্ত্তি হলেন,—অবকাশ মত হাতটাও পাকান হবে বিশেষতঃ কুঠেলরা লেখা পড়া শেখাবেন প্রতিশ্রুত হলেন।

পদ্মলোচন কিছু কাল ঐ নিয়মে বাঁসাড়েরদের মনোরঞ্জন কত্তে লাগলেন; ক্রমে দু এক বাবুর অনুগ্রহ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় মাথাকো মাথালো জায়গায় উমেদারি আরম্ভ কল্লেন। সহরের যে বড় মানুষের বৈঠকখানায় যাবেন প্রায় সকালেই লোকারণ্য দেখতে পাবেন, যদি ভিতরকার খবর নেন্ তা হলে পাওনাদার, মহাজন, উঠনোওয়ালা, দোকানদার, উমেদার, আইবুড়ো ও বেকার কুলীনের ছেলে বিস্তর দেখতে পাবেন—পদ্মলোচনও সেই ভিড়ের মধ্যে একটী বাড়লেন, ক্রমে অষ্ট প্রহর ঘণ্টার গড়ুরের মত উমেদারিতে অনবরত এক বৎসর হাঁটা হাঁটি ও হাজ্‌রের পর দু চার খানা সই সুপারিস ও হস্তগত হলো; শেষে এক সদয়হৃদয় মুচ্ছুদ্দী আপনার হউসে একটি ওজোন সরকারী কর্ম্ম দিলেন।

পদ্মলোচন কষ্ট ভোগের একশেষ করেছিলেন, ভদ্র লোকের

ছেলে হয়েও কাপড় কোঁচান, লুচী ভাজা, বাজার করা, জল তোলা প্রভৃতি অপকৃষ্ট কাজ স্বীকার কত্তে হয়ে ছিলো; ক্রমশ লুচী ভাজতে ভাজ্‌তে ক্রমে লুচী ভাজায় তিনি এমনি তৈরি হয়ে উঠ্‌লেন যে তাঁর মত লুচী অনেক ঘটক ও মেঠাইওয়ালা বামুনেও ভাজতে পাত্তো না। বাসাড়েরা খুসি হয়ে তাঁরে "মেকর খেতাব দ্যায়, সুতরাং সেই দিন থেকে তিনি মেকর পদ্মলোচন দত্ত নামে বিখ্যাত হলেন।

ভাষা কথায় বলে "যখন যার কপাল ধরে——————" যখন পড়্‌তা পড়্‌তে আরম্ভ হয়, তখন ছাইমুটো ধল্লে সোণা মুটো হয়ে যায়। ক্রমে পদ্মলোচন দত্তের শুভাদৃষ্ট ফল্‌তে আরম্ভ হলো—মুচ্ছুদ্দি অনুগ্রহ করে সিপ্‌সরকারী কর্ম্ম দিলেন। সায়েবরাও দত্তজার চালাকী ও কাজের হুসিয়ারিতে সন্তুষ্ট হতে লাগ্‌লেন—পদ্মলোচন ততই সায়েবদের সন্তুষ্ট কর্‌বার অবসর খুঁজতে লাগ্‌লেন—একমনে সেবা কল্লে ভয়ঙ্কর সাপও সদয় হয়, পুরাণে পাওয়া যায় যে তপস্যা করে অনেকে হিন্দুদের ভূতের মত ভয়ানক দেবতা গুলোকেও প্রসন্ন করেচে। ক্রমে সায়েবরাও পদ্মলোচনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর ভাল কর্ব্বার চেষ্টায় রইলেন; এক দিন হউসের সদরমেট কর্ম্ম জবাব দিলে—সায়েবরা মুচ্ছুদ্দিকে অনুরোধ করে পদ্মলোচনকে সেই কর্ম্মে ভর্ত্তি কল্লেন।

পদ্মলোচন সিপসরকার হয়েও বাঁসাড়েদের আশ্রয় পরিত্যাগ করেন নি কিন্তু সদরমেট হয়ে সেখানে থাকা আর ভাল দ্যাখায় না বলেই অন্যত্র একটু জায়গা ভাড়া করে নিয়ে একটি খোলার ঘর প্রস্তুত করে রইলেন। কিন্তু এ অবস্থায় তাঁরে অধিক দিন থাকতে হলো না। তাঁর অদৃষ্ট শীঘ্রই লুচীর ফোস্কার মত ফুলে উঠ্‌লো—বের জল পেলে কড়েরা

ব্যামন ফেঁপে ওঠে; তিনিও তেমনি ফাঁপ্‌তে লাগ্‌লেন। ক্রমে মুচ্ছুদ্দির সঙ্গে সায়েবদের বড় একটা বনিবনাও না হওয়ায় মুচ্ছুদ্দি কর্ম্ম ছেড়ে দিলেন সুতরাং সায়েবদের অনুগ্রহধর পদ্মলোচন বিনা টাকায় মুচ্ছুদ্দি হলেন।

টাকায় সকলই করে। পদ্মলোচন মুচ্ছুদ্দি হবামাত্র অবস্থার পরিবর্ত্তন বুজ্‌তে পাল্লেন, তার পর দিন সকালে সেই খোলার ঘর বালাখানাকে ভ্যাংচাতে লাগ্‌লো — উমেদার, দালাল, প্যায়দা, গদিওয়ালা ও পাইকেরে ভরে গ্যাল, কেউ পদ্মলোচন বাবুকে নমস্কার করে হাঁটুগেড়ে জোড়হাত করে কথা কয়, কেউ "আপনার সোণার দোত কলম হোক" "লক্ষপতি হোন" "সম্বৎসরের মধ্যে পুত্তুর সন্তান হোক" "অনুগতের হজুর ভিন্ন গতি নাই" প্রভৃতি কথায় পদ্মলোচনকে তুড়লে পাঁউরুটি হতেও ফোলাতে লাগ্‌লেন—ক্রমে দুরবস্থা ছুঁচোর মত মুখে কাপড় দিয়ে লুকুলেন— অভিমান ও অহঙ্কারে ভূষিত হয়ে সৌভাগ্যবতী বারাঙ্গনা সেজে তাঁরে আলিঙ্গন কল্লেন; হুজুকদারেরা আজ কাল "পদ্মলোচনকে পায় কে" বলে ঢ্যাড়্‌রা পিটে দিলেন, প্রতিধ্বনি—রেও বামুন, অগ্রদানী ও গাইয়ে বাজিয়ে সেজে এই কথাটি সর্ব্বত্র ঘোষণা করে ব্যাড়াতে লাগ্‌লেন—সহরে টিটি হয়ে গ্যাল – পদ্মলোচন এক জন মস্ত লোক!

কল্‌কেতা সহরে কতকগুলি বেকার "জয়কেতু আছেন" যখন যার নতুন বোলবলাও হয়, তখন তাঁরা সেইখানে মেশেন, তাঁকেই জগতের শ্রেষ্ঠ দেখান ও অনন্য মনে তাঁরই উপাসনা করেন; আবার যদি তাঁর চেয়ে কেউ উঁচু হয়ে পড়েন তবে তাঁরে পরিত্যাগ করে উচ্চুর দলে জমেন; আমরা ছেলেব্যালা বুড়ো ঠাকুরমার কাছে "ছাদন দড়ি ও গোদা

বাড়ির" গল্প শুনেছিলাম, এই মহাপুরুষরা ঠিক সেই ছাঁদন দড়ি গোদা বাড়ি। গল্পে আছে "রাজপুত্তুর জিজ্ঞাসা কল্লেন, ছাঁদনদড়ি গোদা বাড়ি! এখন তুমি কার!" — "না আমি যখন যার তখন তার।" তেমনি হুতোম প্যাঁচা বলেন সহরে জয়কেতুরাও "যখন যার তখন তার"!!!

জয়কেতুরা ভদ্র লোকের ছেলে, অনেকে লেখা পড়াও জানেন তবে কেউ কেউ মূর্ত্তিমতী মা। এঁদের অধিকাংশই পৌত্তলিক, কুলীন বামুন, কায়স্থ কুলীন বেকার পেনস্যনে ও ব্রোকেই বিস্তর। বহু কালের পর পদ্মলোচন বাবু কলকেতা সহরে বাবু বলে বিখ্যাত হন, প্রায় বিশ্ বৎসর হলো সহরের "হঠাৎ বাবুর" উপসংহার হয়ে যায় তন্নিবন্ধন "জয়কেতু" সেপাহের, "ওস্তাদজী" "ভড়্জী" "ঘোষজী" "বোসজী" প্রভৃতি বরাখুরেরা জোয়ারের বিষ্টার মত ভেসে ভেসে বাড়া-চ্ছিলেন, সুতরাং এখন পদ্মলোচনের "তর্পণের কোশায়" জুড়বার জায়গা পেলেন!

জয়কেতুরা ক্রমে পদ্মলোচনকে কাঁপিয়ে তুল্লেন, পড়তাও ভাল চল্লো—পদ্মলোচন অ্যানিবিসনের দাস হলেন, হিতাহিত বিবেচনা দেনদার বাবুদের মত গাঢাকা হলেন। পদ্মলোচন প্রকৃত হিন্দুর মুখোস পরে সংসার রঙ্গভূমিতে নাবলেন—ব্রাহ্মণের পাদ্ধজো খান—পা চাটেন—দলাদলীর ও হিন্দুধর্ম্মের ঘোঁট করেন—ঠাকরুণ বিষয় ও সম্বাদপত্রগুলোর পক্ষে প্রকৃত লুটিং পেপার; পদ্মলোচনের জোরদণ্ড প্রতাপ; বৈঠকখানার ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপক ধরে না, মিউটিনির সময় গবর্ণমেণ্ট যেমন দোচোকোত্রিভ ভলণ্টিয়ার জুটিয়েছিলেন, পদ্মলোচন বাবু হয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সংগ্রহ কত্তে বাকি রাখলেন না, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়মের মত

বিবিধ আশ্চর্য্য জীব একত্র করেন—বেশীর ভাগ জ্যান্ত !!!

বাঙ্গালী বদমায়েস ও দুর্ব্বুদ্ধির হাতে টাকা না থাকলে সংসারের কিছু মাত্র ক্ষতি কত্তে পারে না, বদমায়িসী ও টাকা একত্র হলে হাতি পর্য্যন্ত মারা পড়ে সেটি বড় সোজা কথা নয়, শিবকেষ্টো বাঁড়ুজ্যে পর্য্যন্ত যাতে মারা যান। পদ্মলোচন ও পাঁচ জন কুলোকের পরামর্শে বদমায়িসী আরম্ভ কল্লেন, পৃথিবীর লোকের নিন্দা করা, খোঁটা দেওয়া ও টিটকারি করা তাঁর কাজ হলো, ক্রমে তাতেই তিনি এমনি চোচড়ে উঠলেন যে, শেষে আপনাকে আপনি অবতার বলে বিবেচনা কত্তে লাগলেন; পারিষদেরা অবতার বলে তাঁরে স্তব কত্তে লাগলো, বাজে লোকে “হঠাৎ” অবতার খেতাব দিলে—দর্শক ভদ্দর লোকেরা এই সকল দেখে শুনে অবাক্ হয়ে—ক্ল্যাপ দিতে লাগলেন !

পদ্মলোচন যথার্থই মনে মনে ঠাউরে ছিলেন যে, তিনি সামান্য মনুষ্য নন, হয় হরি নয় পীর কিম্বা ইহুদিদের ভাবী মেসায়া—তারই সফল ও সার্থকতার জন্য পদ্মলোচন বুক্‌রুকী পর্য্যন্ত দেখাতে ত্রুটি করেন নাই।

বিলাতি জুজেস্ ক্রাইষ্ট-এক টুক্‌রো রুটিতে এক শ লোক খাইয়ে ছিলেন—কাণা ও খোঁড়া ফুঁয়ে ভাল কল্লেন ! হিন্দু মতের কেষ্টও পূতনা বধ, শকট ভঞ্জন প্রভৃতি অলৌকিক কার্য্য করে ছিলেন। পদ্মলোচন আপনারে অবতার বলে মানাবার জন্য সহরে হুজুক তুলে দিলেন যে, “তিনি এক দিন বারো-জনের খাবার জিনিষে এক শ লোক খাইয়ে দিলেন; “কাণা খোঁড়ারা সর্ব্বদাই হাতী বেষ্টীর ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ যুক্ত পদাংশু পাবার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন, বুড়ি বুড়ি নাগীরা ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে নিয়ে “হাতবুলনো” পাইয়ে আনে—প্রভৃতি

নানাবিধ বুজরুকী প্রকাশ কত্তে লাগ্‌লেন। এই সকল শুনে চতুষ্পাঠীওয়ালা মহাপুরুষরা মরকের শকুনির মত নাচ্‌তে লাগ্‌লেন—টাকার এমনি প্রতাপ যে, চন্দ্রকে দেখে রত্নাকর সাগরও কেঁপে ওঠেন—অন্যের কি কথা। ময়রার দোকানে যত রকমারি মাছি, বসন্তি বোলতা আর ভেঁাদ্রুঁয়ে ভোঁমরা দেখা যায়, বইয়ের দোকানে তার কটা থাকে—সেথায় পদার্থহীন উই পোকারা—আনসাড়ে আরুস্লোর দল, আর দু একটা গোড়িমওয়ালা ফচ্‌কে নেংটী ইঁদুর মাত্র।

হঠাৎ টাকা হলে মেজাজ্‌ যে রকম গরম হয়, এক দম গাঁজাতেও তত হয় না, "হঠাৎ অবতার" হয়েও পদ্ম-লোচনের আশা নিবৃত্তি হবে তারও সম্ভাবনা কি। কিছু দিনের মধ্যে পদ্মলোচন কলিকাতা সহরের একজন প্রধান হিন্দু হয়ে পড়েন—তিনি হাই তুলে হাজার তুড়ি পড়ে—তিনি হাঁচ্‌লে জীব! জীব! জীব! শব্দে ঘর কেঁপে ওঠে! ওরে! ওরে! ওরে! হুজুর ও "যো হুকুমের" হল্লা পড়ে গ্যালো, ক্রমে সহরের বড় দলে খবর হলো যে, কল্‌কেতার ন্যাচর‍্যাল হিষ্টীর দলে একটি নম্বরে বাড়্‌লো।

ক্রমে পদ্মলোচন নানা উপায়ে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় কত্তে লাগ্‌লেন, অবস্থার উপযুক্ত একটি নতুন বাড়ি কিন্‌লেন, সহরের বড় মানুষ হলে যে সকল জিনিস্‌ পত্র ও উপাদানের আবশ্যক, সভাস্থ আত্মীয় ও মোসাহেবেরা ক্রমশঃ সেই সকল জিনিস্‌ সংগ্রহ করে ভাণ্ডার ও উদর পুরে ফেল্লেন. বাবু স্বয়ং পছন্দ করে (আপন চক্ষে সুবর্ণ বর্ষে) একটি রাঁড়ও রাখলেন।

বেশ্যাবাজীটি আজ কাল এ সহরে বাহাদুরীর কাজ ও বড় মানুষের এলবাত পোষাকের মধ্যে গণ্য, অনেক বড় মানুষ

বহু কাল হলো মরে গ্যাচেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়ি গুলি আজও মনিমেন্টের মত তাঁদের স্মরণার্থ রয়েচে— সেই তেতলা কি দোতলা বাড়িটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর য্যামন কিছু কাজ হয় নি যা দেখে সাধারণে তাঁরে স্মরণ করে। কল্-কেতার অনেক প্রকৃত হিন্দু দলপতি ও রাজা রাজড়ারা রাত্তিরে নিজ বিবাহিত স্ত্রীর মুখ দ্যাখেন না, বাড়ির প্রধান আম্‌লা দাওয়ান মুচ্ছুদ্দিরা যেমন হুজুরদের হয়ে বিষয় কর্ম্ম দেখেন,—স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাঁদের, উপর আইন মত অর্সায়, সুতরাং তাঁরা ছাড়বেন কেন!—এই ভয়ে কোন কোন বুদ্ধিমান্. স্ত্রীকে বাড়ির ভিতরের ঘরে পুরে চাবী বন্ধ করে বাইরের বৈঠকখানায় সারা রাত্রি রাঁড় নিয়ে আমোদ করেন, তোপ্ পড়ে গ্যালে ফরসা হবার পূর্ব্বে গাড়ি বা পাল্‌কী করে বিবি সাহেব বিদায় হন—বাবু বাড়ির ভিতরে গিয়া শয়ন করেন—স্ত্রীও চাবী হতে পরিত্রাণ পান। ছোকরা গোছের কোন কোন বাবুরা বাপ্ মার ভয়ে আপনার শোবার ঘরে এক জন চাকোর বা বেয়্যারাকে শুতে বলে আপনি বেরিয়ে যান, চাকোর দরজায় খিল দিয়ে ঘরের ম্যেজ্যেয় শুয়ে থাকে, স্ত্রী তুলসী পাতা ব্যবহার করে খাটে শুয়ে থাকেন, মধ্য রাত্তির ক্যেটে গ্যেলে বাবু আমোদ লুটে ক্যেরেন ও বাড়িতে এলে চুপি চুপি শোবার ঘরের দরজায় ঘা মারেন, চাকর উঠে দরজা খুলে দিয়ে বাইরে যায়, বাবু শয়ন করেন—বাড়ির কেউই টের পায় না যে বাবু রাত্তিরে ঘরে থাকেন না। পাঠকগণ! যারা ছ্যেলে ব্যালা থেকে "ধর্ম্ম যে কার নাম তা শুনে নি, হিতাহিত বিবেচনার সঙ্গে যাদের সুদূর সম্পর্ক কতক গুলি হতভাগা মোসাহেবই যাদের হাল্; তারা যে এই রকম পশুবৎ কদাচারে রত থাক্‌বে

এ বড় আশ্চর্য্য নয়! কলকেতা সহর এই মহাপুরুষদের জন্য বেশ্যাশহর হয়ে পড়েচে, এমন পাড়া নাই যেথায় অন্ততঃ দশ ঘর বেশ্যা নাই; হেথায় প্রতি বৎসর বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্চে বই কমচে না। এমন কি এক জন বড় মানুষের বাড়ির পাশে একটি গৃহস্থের সুন্দরী বউ কি মেয়ে নিয়ে বাস করবার যো নাই, তা হলে দশ দিনেই সেই সুন্দরী টাকা ও সুখের লোভে কুলে জলাঞ্জলি দেবে—যত দিন সুন্দরী বাবুর মনস্কামনা পূর্ণ না কর্ব্বে তত দিন দেখতে পাবেন বাবু অষ্ট প্রহর বাড়ির ছাদের উপর কি বারাণ্ডাতেই আছেন, কখন হাঁসচেন, কখন টাকার তোড়া নিয়ে ইসারা করে দ্যাখাচ্চেন, এ ভিন্ন মোসাহেবদেরও নিস্তার নাই, তাঁরা যত দিন তাঁরে বাবুর কাছে না আনতে পার্ব্বেন, তত দিন মহাদায়গ্রস্থ হয়ে থাকতে হবে, হয় ত সেকালের নবাবদের মত "জান বাচ্চা এক গাড" হবার হুকুম হয়েচে! ক্রমে কলে কৌশলে সেই সাধ্বী স্ত্রী বা কুমারীর ধর্ম্ম নষ্ট করে শেষে তাড়িয়ে দেওয়া হবে—তখন বাজারে কশব করাই তার অনন্য গতি হয়ে পড়ে! শুধু এই নয়; সহরের বড় মানুষরা অনেকে এমনি লম্পট যে, স্ত্রী ও রক্ষিত মেয়ে মানুষ ভোগেও সন্তুষ্ট নন, তাতেও সেই নরাধম রাক্ষসদের কাম ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না—শেষে ভগ্নি ভাগনি-বউ ও বাড়ির যুবতী মাত্রেই তাঁর ভোগে লাগে—এতে কত সতী আত্মহত্যা করে বিষ খেয়ে এই মহাপাপীদের হাত এড়িয়েচে। আমরা বেস জানি অনেক বড় মানুষের বাড়ি মাসে একটি করে ভ্রূণহত্যা হয় ও রক্তকম্বলের শিকড়, চিতের ডাল ও করবীর ছালের, সুন তেলের মত উঠনো বরাদ্দো আছে! যেখানে হিন্দুধর্ম্মের অধিক ভড়ং, যেখানে দলাদলির অধিক ঘোঁট ও ভদ্র লোকের

অধিক কুৎসা, প্রায় সেখানেই ভেতর দাগে উদোম এলো কিন্তু বাইরে পাদে গেরো !

হায় ! যাদের জন্য প্রকৃতে বঙ্গভূমির দুরবস্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা যায়, যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতিসমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্য কায়মনে যত্ন নেবে, না ! সেই মহাপুরুষরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন, এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে ! আজ এক শ বৎসর অতীত হলো, ইংরেজরা এ দেশে এসেচেন, কিন্তু আমাদের অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হয়েচে ? সেই নবাবী আমলের বড় মানুষী কেতা সেই পাকানো কাচা সেই কোচান চাদর, লপেটা জুতো ও বাবরী চুল আজও দ্যাখা যাচ্চে, বরং গৃহস্থ মধ্যস্থ লোকের মধ্যে পরিবর্ত্তন দ্যাখা যায়, কিন্তু আমাদের হুজুরেরা য্যামন তেমনিই রয়েচেন ! আমাদের ভরসা ছিলো কেউ হঠাৎ বড় মানুষ হলে রিফাইণ্ড গোছের বড় মানুষীর নজীর হবে কিন্তু পদ্মলোচনের দৃষ্টান্তে আমাদের সে আশা সমূল নির্মূল হয়ে গ্যালো—পদ্মলোচন আবার কফিন চোরের ব্যাটা ম্যাক্‌মারা হয়ে পড়লেন ; কফিন চোর, মরা লোকের কাপড় চোপড় চুরি কত্তো মাত্র কিন্তু তার উত্তরাধিকারী মরা লোকের কাপড় চোপড় চুরি করে শেষে———রাঁড় রেখে অবধি পদ্মলোচন স্ত্রীর সহবাস পরিত্যাগ কল্লেন, স্ত্রী চরে খেতে লাগ্‌লেন, পূর্ব্ব সহবাস বা তাঁর হাতে যশে পদ্মলোচনের গুটি চার ছেলে হয়েছিলো ; ক্রমে জ্যেষ্টটি বড় হয়ে উঠলো সুতরাং তাঁর বিবাহে বিলক্ষণ ধুম ধাম হবার পরামর্শ হতে লাগ্‌লো !

ক্রমে বড় বাবুর বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগ্‌লো, ঘটক ও ঘটকীরা বাড়ি বাড়ি মেয়ে দেখতে ব্যাড়াতে লাগ্‌লেন —

"কুলীনের মেয়ে, দেখতে পরমা সুন্দরী হবে, দশ টাকা গোত্তর থাকবে" এমনটি শীগ্‌গির যুটে ওটা সোজা কথা নয়; শেষে অনেক বাছা গোছা ও দ্যাখা শোনার পর সহরের আগ্‌ড়োম ভোঁম সিঙ্গির লেনের আত্মারাম মিত্তিরের পৌত্ত্রীরই কুল কুটলো। আত্মারাম বাবু খাস ইঙ্গ্‌ কাম্পেনীর কর্ম্মে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করেছিলেন, আত্মারাম বাবুর সংসারও রাবণের সংসার বল্লে হয়, সাত সাতটি রোজ্‌গেরে ব্যাটা, পরীর মত পাঁচ মেয়ে আর গড়ে গুটি চাল্লিশ পৌত্তুর পৌত্তুরী, এসওয়ায় ভাগ্‌নে জামাই কুটুম্ব সাক্ষাৎ বাড়িতে গিজ্‌গিজ্‌ করে—সুতরাং সর্ব্বগুণাক্রান্ত আত্মারাম পদ্মলোচনের বেয়াই হবার উপযুক্ত স্থির হলেন; শুভ লগ্নে মহা আড়ম্বর করে লগ্নপত্রে বিবাহের স্থির হলো, দলস্থ সম্প্রদায় ব্রাহ্মণরা মর্য্যাদা মত পত্রের বিদেয় প্যেলেন, রাজভাট ও ঘটকেরা ধন্যবাদ দিতে চল্লো; বিয়ের ভারী ধূম! সহরে হুজুক উঠ্‌লো পদ্মলোচন বাবুর ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ—গোপাল মল্লিক ছেলের বিয়েতে খরচ করেছিলেন বটে, কিন্তু অ্যাতো নয়!

দিন আস্‌চে; দেখতে দেখ্‌তেই এসে পড়ে, ক্রমে বিবাহের দিন ঘুনিয়ে এলো—ক্রিয়ে বাড়িতে নহবত বসে গ্যালো, অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য্য ও দলস্থদের ঘোঁঠ বাদান সুরু হলো—ত্রিশ হাজার জোড়া শাল, সোণার লোহা ও ঢাকাই সাড়িওয়ালা ছ লক্ষ সামাজিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদলে বিতরণ হলো, বড় মানুষদের বাড়িতেও শাল ও সোণাওয়ালা লোহা, ঢাকাই কাপড়, গ্যাঁদ্‌ড়া কন্দক্‌, গোলাব ও আতর এক এক জোড়া শাল, সওগাত পাঠান হলো; কেউ কেউ আদর করে গ্রহণ কল্লেন, কেউ কেউ বলে পাঠালেন যে আমরা দুলী বা বাজ-

দরে নই যে শাল নেবো ! কিন্তু পদ্মলোচন হঠাৎ অবতার হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের মত আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন সুতরাং সে কথা গ্রাহ্য কল্লেন না। পারিষদ, মোসাহেব ও বিবাহের অধ্যক্ষেরা বলে উঠ্‌লেন—ব্যাটার অদৃষ্টে নাই।

এ দিকে বিয়ের বাই নাচ আরম্ভ হলো, কোথাও রুপোর বালা লাল কাপড়ের তকমা ও উর্দ্দী পরা চাকরেরা ঘুরে ব্যাড়াচ্চে, কোথাও অধ্যক্ষরা গড়ের বাক্‌না আন্‌বার পরামর্শ কচ্চেন—কোথাও বরের সজ্জা তইরির জন্য দর্জীরা এক মনে কাজ কচ্চে—চার দিকেই হৈ হৈ ও রৈ রৈ শব্দ—বাবুর দেওয়া শালে সহরের রাস্তার অর্দ্ধেক লোকেই শালে লাল হয়ে গ্যালো, ঢুলী ও বাজন্দরেরা তো অনেকের বিয়েতেই পুরাণ শাল পেয়ে থাকে কিন্তু পদ্মলোচনের ছেলের বিয়েয় ভদ্দর লোকও শাল পেয়ে লাল হয়ে গ্যালেন।

১২ ই পৌষ শনিবার বিবাহের লগ্ন স্থির হয়েছিলো, আজ ১২ ই পৌষ ; আজ বিবাহ। আমরা পূর্ব্বেই বলেচি যে সহরে টি টি হয়ে গিয়েছিল যে "পদ্মলোচনের ছেলের বিয়েয় পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ; সুতরাং বিবাহের দিন বৈকাল হতে রাস্তায় ভয়ানক লোকারণ্য হতে লাগ্‌লো, পাহারাওয়ালারা অতি কষ্টে গাড়ি ঘোড়া চলবার পথ করে দিতে লাগ্‌লো। ক্রমে সন্ধ্যার সময় বর বেরুলো—প্রথমে কাগজের ও অভ্রের হাত ঝাড় পাঁক্ষা ওর্মিড়ি ঝাড়, রাস্তার দু পাশে চল্লো. ঐ রেশালার আগে আগে দুটি চল্‌তী নবত ছিল, তার পেছনে গেট—দালান ও কাগজের পাহাড়—পাহাড়ের ওপোর হর পার্ব্বতী, নন্দী, ষাঁড়, ভৃঙ্গী, সাপ ও নানা রকম গাছ—তার পেছনে ঘোড়া পঙ্খী, হাতীপঙ্খী ও উঠপঙ্খী ও ময়ূর পঙ্খী গুলির ওপোরে বারোজন করে দাঁড়, মেয়ে ও পুরুষ

সওদাগর সাজা, ও দুটি করে ঢোল। তার আসে পাসে রুকুগানামার ওপোর "মগের নাচ" "কিরীঙ্গীর নাচ" প্রভৃতি নানা প্রকার সাজা সং। তার পশ্চাৎ এক শ ঢোল, চল্লিশটি জগঝম্প ও দুটি ষাটটেক ঢাক মায় রোষোনচৌকী শানাই জোড়ং ও ভেঁপু—তার কিছু অন্তরে এক দল নিমখাসা রকমের চুনোগলির ইংরাজি বাজনা। মধ্যে বাবুর মোসাহেব, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পারিষদ, আত্মীয় ও কুটুম্বরা। সকলেরই এক রকম শাল, মাথায় রুমাল জড়ান, হাতে এক এক গাছি ইষ্টিক; হঠাৎ বোধ হয় যেন এক কোম্পানি ডিজ্ঞামড সেপাই। এই দলের দুই ধারে লাল বনাতের খাস গেলাপ, ও রুপোর ডাণ্ডিতে রেসমের নিসেন ধরা তকমা পরা মুটে ও ক্ষুদে ক্ষুদে ছোঁড়ারা, মধ্যে খোদ বরকর্ত্তা, গুরু, পুরোহিত, বাছালো বাছালো ভুঁড়ে ভুঁড়ে ভটচাযিয় ও আত্মীয় অন্তরঙ্গরা; এর পেছনে রাঙ্গা মুখো ইংরিজী বাজনা, সাজা সায়েব তুরুক সওয়ার, বরের ইয়ার বন্ধু, খাস দরওয়ানরা, হেড খান্‌সামা ও রুপোর সুখাসন খানীর চার দিকে মায় বাতি বেললণ্ঠন টাঙ্গান, সামনে রুপোর দশ ডেলে বসান ঝাড়, দুই পাশে চামর ধরা দুটো ছোঁড়া; শেষে বরের তোরঙ্গ, প্যাটরা বাড়ির পরামাণিক, সোণার দানা গলায় বুড়ি বুড়ি গুটি কত দাসী ও বাজে লোক, তার পেছনে বরযাত্রীর গাড়ির সার—প্রায় সকল গুলির উপর এক এক চাকর ডবল বাতি দেওয়া হাত লণ্ঠন ধরে বসে যাচ্চে।

বাদ্যি, ঢাক, ঢোল ও নাগরার শব্দে লোকের রলা ও অধ্যক্ষদের মিছিলের চীৎকারে কলকেতা কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। অপর পাড়ার লোকেরা তাড়াতাড়ি ছাতে উঠে মনে কল্লে ওদিকে ভয়ানক আগুন লেগে থাকবে, রাস্তার দুধারি বাড়ির

জানালা ও বারেণ্ডা থেকে পুরে গ্যাল, বেশ্যারা "আহা দিব্বি ছেলেটি যেন চাঁদ।" বলে প্রশংসা কত্তে লাগলো, হুতোম-প্যাঁচা অন্তরীক্ষ থেকে নক্সা নিতে লাগ্‌লেন। ক্রমে বর, কনেবাড়ি পৌঁছিল। কন্যাকর্ত্তারা আদর ও সম্ভাষণ করে বরযাত্রদের অভ্যর্থনা কল্লেন—পাড়ার মৌতাতি বুড়ো ও বওআটে ছোঁড়ারা গ্রমর্ত্তাটির জন্য বরকর্ত্তাকে ঘিরে দাঁড়ালো—বর, সভায় গিয়ে বসলেন, ভাটেরা ছড়া পড়্‌তে লাগ্‌লো, মেয়েরা বারেণ্ডা থেকে উঁকী মাত্তে লাগ্‌লো, ঘটকরা মিত্তির বাবু ও দত্ত বাবুর কুলজী আউড়ে দিলে; মিত্তির বাবু কুলীন সুতরাং বল্লালী রেজেষ্টরীতে তাঁর বংশাবলি রেজেষ্টরী হয়ে আছে, কেবল দত্ত বাবুর বংশাবলিটি বানিয়ে নিতে হয়।

ক্রমে বরযাত্র ও কন্যাযাত্রেরা নাপ্টা জলপান করে বিদেয় হলেন, বর স্ত্রী আচারের জন্য বাড়ির ভিতর গ্যালেন। ছাঁদনা তলায় চারটি কলা গাছের মধ্যে আলপনা দিয়ে একটি পীড়ে রাখা হয়েছিল, বর চোরের মত হয়ে সেই খানে দাঁড়ালেন, মেয়েরা দাড়া গুয়া পান, বরণডালা, মঙ্গলের ভাঁড়ওয়ালা কুলো ও পিদ্দিম দিয়ে বরণ কল্লেন, শাঁক বাজানো ও উলু উলুর চোটে বাড়ি সরগরম হয়ে উঠ্‌লো, ক্রমে মায় শাশুড়ী এয়োরা সাত বার বরকে প্রদক্ষিণ কল্যেন—শাশুড়ী বরের হাতে মাকু দিয়ে বল্লেন "হাতে দিলাম মাকু একবার ভ্যা কর ত বাপু" বর কনেজ বয় আড়চকে এয়োদের পানে তাকাচ্ছিলেন ও মনে মনে লক্ষ্য জাপ কচ্ছিলেন সুতরাং "মনে মনে কল্লেম" বল্লেন—অমনি সালাজরা কাণ মলে দিলে, সালীরা, গালে ঠোনা মাল্লে; শেষে গুড় চাল তুক তাক্ ও অশুদ বিশুদ ফুরুলে, উচ্ছুগ্‌গু কর্‌বার জন্য কনেকে দালানে

নিয়ে যাওয়া হলো, শাস্ত্রমত মন্ত্র পড়ে কনে উচ্ছুগ্গু হলেন, পুরুত ও ভট্টাচার্য্যরা সন্দেশের সরা নিয়ে সল্লেন, বরকে বাসরে নে যাওয়া হলো। বাসরটিতে আমোদের চূড়ান্ত হয়; আমরা তো অ্যাতো বুড়ো হয়েচি তবু এখনও বাসরের আমোদটি মনে পড়্‌লে মুখে নাল পড়ে ও আবার বিয়ে কত্তে ইচ্ছে হয়।

ক্রমে বাসরের আমোদের সঙ্গেই কুমুদনাথ অস্ত গেলেন, কমলিনীর হৃদয়রঞ্জন প্রকৃত তেজীয়ান হয়েও যেন তাঁর মান ভঞ্জনের জন্যই কোমল ভাব ধারণ করে উদয় হলেন, কমলিনী কামাতুর নাথের তাদৃশ দুর্দ্দশা দেখেই যেন সরোবরের মধ্যে হাস্‌তে লাগ্‌লেন, পাখিরা "ছি ছি কামোন্মত্তদের কিছু মাত্র বাহ্য জ্ঞান থাকে না" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, বায়ু মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাঁসতে লাগলেন—দেখে ক্রোধে সূর্য্যদেব নিজ মূর্ত্তি ধারণ কল্লেন; তাই দেখে পাখিরা ভয়ে দূরদূরান্তরে পালিয়ে গ্যাল—বিয়ে বাড়ি বাসি বিয়ের উজ্জুগ হতে লাগ্‌লো, হলুদ ও তেল মাখিয়ে বরকে কলাতলায় কনের সঙ্গে নাওয়ান হলো, বরণডালায় বরণ ও কতক কতক তুক্ তাকের পর বর কনের গাটছাঁড়া কিছু ক্ষণের পর খুলে দেওয়া হয়।

এদিকে ক্রমে বরযাত্র ও বরের আত্মীয় কুটুম্বরা জুট্‌তে লাগ্‌লেন, বৈকালে পুনরায় সেই রকম মহাসমারোহে বর কনেকে বাড়ি নে যাওয়া হলো, বরের মা বর কনেকে বরণ করে ঘরে নিলেন, এক কড়া দুদ দরজার কাছে আগুনের ওপোর বসান ছিলো কোনেকে সেই দুদের কড়াটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো "মা! কি দেখ্‌চো? বল যে আমার সংসার উত্‌লে পড়্‌চে দেখ্‌ছি" কনেও মনে মনে তাই বল্লেন। এ সওয়ায় পাঁচ গিন্নিতে নানা রকম তুক্ তাক্

র পর বরকনে ফিরতে পেলেন, বিয়ে বাড়ির কলফির
র ঢুকলো—ঢুলীরা ধেনো মদ খেয়ে আমোদ কত্তে
লাগ্লো অধ্যক্ষরা প্রায় হিন্দু সুতরাং একটা একটা আগা-
লা তুর্গোমণ্ডা ও অ্যাক ঘটি গঙ্গাজল খেয়ে বিছানায়
ড় হলেন—বরকোনে আলাদা আলাদা শুলেন—আজ
ত্রে শুতে নাই, বে বাড়ির বড়গিন্নীর মতে আজকের
রাত—কাল রাত্তির।

শীত কালের রাত্তির শিগ্গীর যায় না, অ্যাক ঘুম, দুঘুম, আবার প্রস্রাব করে শুলেও বিলক্ষণ অ্যাক ঘুম হয়; ক্রমে গুড়ুম করে তোপ পড়ে গ্যালো—প্রাতস্নানে মেয়ে গুলো বকতে বকতে রাস্তা মাথায় করে যাচ্চে—বুড়ো বুড়ো ভট্চাযিরা স্নান করে "মহিম্ন পারন্তে" মহিম্ন স্তব আওড়াতে আওড়াতে চলেচেন। এ দিকে পদ্মলোচন রাঁড়ের বাড়ি হতে বাড়ি এলেন, আজ তাঁর নানা কাজ! পদ্মলোচন প্রত্যহ সাত কাটার সময় বেশ্যালয় থেকে উঠে আসেন, কিন্তু আজ কিছু সকালে আসতে হয়েছিল—সহরের অনেক প্রকৃত হিন্দু বুড়ো বুড়ো দলপতির অ্যাক অ্যাকটি রাঁড় আছে এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলেচি, এদের মধ্যে কেউ কেউ রাত্তির দশটার পর শ্রীমন্দিরে যান, অ্যাকেবারে সকাল ব্যালা প্রাতস্নান করে টিপ তেলক ও ছাপা ক্যেটে, গীতগোবিন্দ ও তসর পরে, হরিনাম কত্তে কত্তে বাড়ি ফেরেন—হঠাৎ লোকে মনে কত্তে পারে শ্রীযুত গঙ্গাস্নান করে এলেন, কেউ কেউ বাড়িতেই প্রিয়-তমাকে আনান, সমস্ত রাত্তির অতি বাহিত হলে ভোরের সময় বিদেয় দিয়ে স্নান করে পুজো কত্তে বসেন—যেন রাত্তিরের তিনি নন—পদ্মলোচনও সেই চাল ধরে ছিলেন।

ক্রমে আত্মীয় কুটুম্বেরাও এসে জমলেন—মোসাহেবরা

"হজুর ! কলকেতায় আমন বিয়ে হয় নি হবে না" বলে বাবুর ল্যাজ ফোলাতে ল্যাগলেন। ক্রমে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ফুল-শয্যার তত্ত্ব এলো, পদ্মলোচন মহা সমাদরে কনের বাড়ির চাকর চাকরানীদের অভ্যর্থনা কল্লেন, প্রত্যেককে একটি করে টাকা ও এক খানি করে কাপড় বিদেয় দিলেন। দলস্থ ও আত্মীয়রা কিছু কিছু করে অংশ পেলেন, ঢাকী ঢুলী ও রেশা-লার লোকেরা বকসিস পেয়ে বিদেয় হলো; কোন কোন বাড়ির গিন্নিরা সামিগ্রী পেয়ে হাঁড়ি পুরে পুরে শিকেয় টাঙ্গিয়ে রাখলেন, অধিক অংশ পচে গ্যাল—কতক বেরালে ও ইঁদুরে খেয়ে গ্যাল, তবু পেট ভরে খাওয়া কি কারেও বুক বেঁধে দিতে পাল্লেন না—বড় মানুষদের বাড়ির গিন্নীরা প্রায়ই এই রকম হয়ে থাকেন, ঘরে জিনিস পচে গেলেও লোককে হাতে তুলে দিতে মায়া হয়; শেষে পচে গেলে মহারাণীর খানায় ফ্যেলে দেওয়া হবে সেও ভাল। কোন কোন বাবুরো এ স্বভাবটি আছে—সহরের এক বড় মানুষের বাড়িতে পূজার সময় নবমীর দিন গুটি বাইটেক্ পাঁঠা বলিদান হয়ে থাকে, পূর্ব্বে পরম্পরায় সে গুলি সেই দিনেই দলস্থ ও আত্মীয়দের বাড়ি বিতরিত হয়ে আসচে, কিন্তু আজ কাল সেই পাঁঠা গুলি নবমীর দিন বলিদান হলেই গুদোমজাত হয়; পূজোর গোল চুকে গেলে পূর্ণিমার পর সেই গুলি বাড়ি বাড়ি বিতরণ হয়ে থাকে; সুতরাং ছয় সাত দিনের মরা পচা পাঁঠা ক্যামন উপাদেয়, তা পাঠক! আপনিই বিবেচনা করুন! শেষে গ্রহীতাদের সেই পাঁঠা বিদেয় কত্তে ঘর হতে পয়সা বাহির কত্তে হয়। আমরা যে পূর্ব্বে আপনাদের কাচে সহরের সর্দ্দার মূর্খের গল্প করেচি ইনিই তিনি!

এ দিক ক্রমে বিবাহের গোল চুকে গ্যাল, পদ্মলোচন

কর্ম্ম করে লাগলেন। তিনি নিত্য নৈমিত্তিক দোল
ৎসব প্রভৃতি বারো মাসে তেরো পার্ব্বন ফাঁক দিতেন
ঘেঁটু পূজোতেও তিনির নৈবিদ্দি ও শঙ্কের বাদ্দ্য বরাদ্দো
লো ও আপনার বাড়িতে যে রকম ধুম করে পূজো আচ্চা
ন; রক্ষিত মেয়ে মানুষ ও অনুগত দশ বারো জন নিষ্টি
জনদেরো তেমনি ধুমে পূজো করাতেন। নিজের ছেলের
হের সময় তিনি আগে চল্লিশ জন আইবুড়ো বংশজের
ক দিয়ে দ্যান। ইংরিজী লেখাপড়ার প্রাদুর্ভাব, রাম-
হন রায়ের জন্ম গ্রহণে ও সত্যের জ্যোতিতে হিন্দু ধর্ম্মের
কিছু দুরবস্থা দাঁড়িয়ে ছিলো, তিনি কায়মনে পুনরায় তার
নয়নে কৃতসংকল্প হলেন। কিন্তু তিনি, কি তাঁর ছেলেরা
শের ভালোর জন্য অ্যাক দিনও উদ্যত হন নি — শুভ কর্ম্ম
দেওয়া দূরে থাকুক, সে বৎসরের উত্তর পশ্চিমের ভয়ানক
ক্ষেও কিছু মাত্র সাহায্য করেন নি, বরং দেশের ভালো
র জন্য কেউ কোন প্রস্তাব নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত
তারে কৃশ্চান ও নাস্তিক বলে তাড়িয়ে দিতেন — এক শ
ভো বামুন ও দুই শ মোসাহেব তাঁর অন্নে প্রতিপা
ত হতো — তাতেই পদ্মলোচনের বংশ মহান্ পবিত্র বলে
রে বিখ্যাত হয়। লেখাপড়া শেখা বা তার উৎসাহ
ওয়া পদ্ধতি পদ্মলোচনের বংশে ছিল না, শুদ্ধ নামটা
কত্তে পাল্লেই বিষয় রক্ষা হবে, এই তাঁদের বংশপরম্পরার
সংস্কার ছিল। সরস্বতী ও সাহিত্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে
বংশের সম্পর্ক রাখতেন না। ঊনবিংশতি শতাব্দীতে
ধর্ম্মের জন্য সহরে কোন বড়মানুষ তাঁর মত পরিশ্রম
ার করেন নাই। যে রকম কাল পড়েছে, তাতে
কেউ যে তাদৃক যত্নবান্ হন, তারো সম্ভাবনা নাই।

তিনি য্যামন হিন্দু ধর্ম্মের বাহ্যিক গোঁড়া ছিলেন, অ
সৎকর্ম্মেও তাঁর তেমনি বিদ্বেষ ছিল ; বিধবাবিবাহের
শুনলে তিনি কানে হাত দিতেন—ইংরাজী পড়লে পা
খানা খেয়ে ক্রিশ্চান হয়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ছেলেগুলি
ইংরাজি পড়ান নি—অথচ বিদ্যেসাগরের উপোর ভয়া
বিদ্বেষ নিবন্ধন সংস্কৃত পড়ানও হয়ে ওঠে নাই—বিশে
শূদ্রের সংস্কৃততে অধিকার নাই এটীও তাঁর জানা ছি
সুতরাং পদ্মলোচনের ছেলেগুলীও "বাপ্‌কা বেটা সেপাই
ঘোড়া"র দলেই পড়ে।

কিছু দিন এই রকম অদৃষ্টের লীলা প্রকাশ করে অ
বৎসর বয়সে পদ্মলোচন দেহ পরিত্যাগ কল্লেন—মৃত্যুর
দিন পূর্ব্বে এক দিন হঠাৎ অবতারের সর্ব্বাঙ্গে বেদনা কা
সেই বেদনাই ক্রমে বলবতী হয়ে তাঁরে শয্যাগত কল্লে—তি
প্রকৃত হিন্দু, সুতরাং ডাক্তারী চিকিৎসায় ভারী দ্বেষ ক
বিশেষত তাঁর ছেলেবেলা পর্য্যন্ত সংস্কার ছিল, ডা
অষুধ মাত্রেই মদ মেশান, সুতরাং বিখ্যাত বিখ্যাত কবি
মশাইদের দ্বারা নানা প্রকার চিকিৎসা করান হয় কি
কিছুতেই কিছু হলো না, শেষে আত্মীয়রা কবিরাজ মশা
সঙ্গে পরামর্শ করে শ্রীশ্রী ৺ ভাগীরথী তটস্থ কল্লেন; সে
তিন রাত্তির বাস করে মহাসমারোহে প্রায়শ্চিত্তের
সজ্ঞানে রাম ও হরিনাম জপ কত্তে কত্তে প্রাণত্যাগ করেন

পাঠক! আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে ব
এসেছেন। যে পদ্মলোচন আপনাদের সম্মুখে জন্ম
আবার মলেন, তাঁর শুদ্ধ নিজের চরিত্র আপনারা ত
হলেন অ্যামন নয়, সহরের বড়মানুষদের মধ্যে অনেকেই
লোচনের জুড়িদার, কেউ কেউ দাদা হতেও সরেস

দেশের বড় লোকের চরিত্র এই রকম ভয়ানক. এই রকম বিষময়! সে দেশের উন্নতির প্রার্থনা করা নিরর্থক! যাঁদের হাতে উন্নতি হবে, তাঁরা আজও পশু হতেও অপকৃষ্ট ব্যবহারের সর্ব্বদাই পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাঁরা ইচ্ছা করে আপনা আপনি বিষময় পথের পথিক হন, তাঁরা যে সকল দুষ্কর্ম্ম করেন, তার যথারূপ শাস্তি নরকেও দুষ্প্রাপ্য!

জন্মভূমি-হিতচিকীর্ষুরা আগে এই সকল মহাপুরুষদের চরিত্র সংশোধন কর্‌বার যত্ন পান, তখন দেশের অবস্থায় দৃষ্টি করবেন, নতুবা বঙ্গদেশের যা কিছু উন্নতি প্রার্থনায় যত্ন নেবেন, সকলি নিরর্থক হবে!

আলালের ঘরের দুলাল লেখক—বাবু টেকচাঁদ ঠাকুর বলেন "সহরের মাতাল বহুরূপী" কিন্তু আমরা বলি, সহরের বড় মানুষরা নানারূপী—অ্যাক অ্যাক বার অ্যাক্ অ্যাক্ ভাবে. আমরা চড়কের নক্শায় সে গুলির প্রাকৃতি পড়ে বর্ণন করেচি, এখন ক্রমশ তারি সবিস্তার বর্ণন করা যাবে। তারি প্রথম উঁচুদল খাস হিন্দু; এই হঠাৎ অবতারের নক্শাতেই আপনারা সেই উঁচুকেতার খাস হিন্দু দলের চরিত্র জান্তে পার্বেন এই মহাপুরুষেরাই রিফরমেশনের প্রধান প্রতিবাদী. বঙ্গসুখ-সৌভাগ্যের প্রলয় কণ্টক ও সমাজের কীট!

হঠাৎ অবতারের প্রস্তাবে পাঠকদের নিকট আমরাও কথঞ্চিৎ আত্ম পরিচয় দিয়ে নিয়েছি, আমরা ক্রমে আরো যত ঘনিষ্ঠ হবো, ততই রং ও নক্সার মাঝে মাঝে সং সেজে আস্‌বো—আপনারা যত পারেন, হাততালি দেবেন ও হাঁসবেন!

মাহেশের স্নানযাত্রা।

গুরুদাস গুঁই, সেক্রেড কোম্পানির বাড়ির মেট মিস্ত্রির তিরিশ টাকা মাইনে, এ সওয়ায় দশ টাকা উপরি রোজ-গারো আছে---গুরুদাসের চাঁপাতলাঞ্চলে একটী খোলার বাড়ি ছিল পরিবারের মধ্যে এক বুড়ো মা বালিকা স্ত্রী ও বিধবা পিসি মাত্র।

গুরুদাস বড় সাখরচে লোক, যা দশ টাকা রোজগার করেন, সকলই খরচ হয়ে যায়; এমন কি, কখন কখন মাস কাবারের পূর্ব্বে গয়না খানা ও জিনিস্‌টে পত্তরটাও বাঁদা পড়ে; বিশেষত শ্রাবণ মাসে ইলিস মাছ ওট্‌বার পূর্ব্বে ঢ্যালা ফ্যালা পার্ব্বণে গুরুদাসের ছ মাসের মাইনেই খরচ হয়—ভাদ্দর মাসের আরম্ভটি বড় ধুমে গ্যাচে, আর পিটে পার্ব্বণেও দশ টাকা খরচ হয়ে ছিল—ক্রমে স্নানযাত্রা এসে পড়্‌লো স্নানযাত্রাটি পরবের টেক্কা, তাতে আমোদের চূড়ান্ত হয়ে থাকে সুতরাং স্নানযাত্রা উপলক্ষে গুরুদাস বড়ই ব্যাস্ত হয়ে পড়্‌লেন! নাবা খাওয়ারও অবকাশ রইল না; ক্রমে আরো পাঁচ ইয়ার জুটে গ্যাল। স্নানযাত্রায় কি রকম আমোদ হবে, তারি তদ্বির ও পরামর্শ হতে লাগ্‌লো, কেবল দুঃখের বিষয়—চাঁপাতলার হলধর বাগ—মতিলাল বিশ্বেস ও হারাধন দাস, গুরুদাসের বুজুম্ ফ্রেণ্ড ছিলেন, কিন্তু কিছু দিন হলো হলধর একটা চুরী মাম্‌লায় গেরেপ্তার হয়ে দু বছরের জন্য জেলে গ্যেছেন, মতি বিশ্বেস মদ খেয়ে পাত্‌কোর ভেতর পড়ে গিয়েছিল, তাতেই

উঁর দুটি পা ভেঙ্গে গিয়েচে, আর হারাধন গোটা কতক টাকা যাজার দেনার জন্য ফরেশ ডাঙ্গায় সরে গ্যাছেন, সুতরাং এবারে তাঁদের বিরহে স্নান যাত্রাটা ফাঁক্ ফাঁক্ লাগ্‌লো, কিন্তু তা হলে কি হয়—সম্বৎসরের আমোদটা বন্ধ করা কোন ক্রমেই হতে পারে না বলেই নিতান্ত গরিবে থেকেও গুরুদাসকে স্নানযাত্রায় যাবার আয়োজন কত্তে হয়।

এ দিকে পাঁচ ইয়ারের পরামর্শে সকল রকম জিনিষের আয়োজন হতে লাগ্‌লো—গোপাল দৌড়ে গিয়ে এক খানি বজরা ভাড়া করে এলেন। নবীন আতুরী, আনিস, রম ও গাঁজার ভার নিলেন। ব্রজ কস্তুরী ও বেগুন ভাজার বায়না দিয়ে এলেন—গোলাবিখিলীর দোনা, মোম বাতি ও মিঠে-কড়া তামাক ও আর আর জিনিষ পত্র গুরুদাস স্বয়ং সংগ্রহ করে রাখ্‌লেন।

পূর্ব্বে স্নানযাত্রার বড় ধুম ছিল—বড় বড় বাবুরা পিনেস কলের জাহাজ, বোট ও বজরা ভাড়া করে মাহেশে যেতেন, গঙ্গায় নাচখ্যালা হতো, স্নানযাত্রার পর রাত্তির ধরে, খ্যামটা ও বাইয়ের হাট লেগে যেতো! কিন্তু এখন আর সে আমোদ নাই—সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই—কেবল ছুতর, কাঁশারি, কামার ও গন্ধবেণে মশাইরাই যা রেখেচেন, মধ্যে মধ্যে দু চার ঢাকা অঞ্চলের জমিদারও স্নান-যাত্রার মান রেখে থাকেন, কোন ছোকরা গোছের নতুন বাবুরাও স্নানযাত্রায় আমোদ করেন বটে।

ক্রমে সে দিনটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে গ্যালো, ভোর না হতে হতেই গুরুদাসের ইয়ারেরা সেজে গুজে তইরি হয়ে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলেন, গোপাল এক জোড় লাল রঙ্গের এষ্টকীং (মোজা) পায়ে দিয়ে ছিলেন, পেতলের বড় বড়

বোতাম দেওয়া সবুজ রঙের একটা ফতুই ও গুলদার ঢাকাই উড়ুনী তাঁর গায়ে ছিল, আর একটা গিলিটি পেতলের শিল আংটিও আঙ্গুলে পরে ছিলেন—কেবল তাড়াতাড়িতে জুতো জোড়াটি কিন্‌তে পারেন নাই বলেই শুদু পায়ে আসা হয়। নবীনের ফুলদার ঢাকাই খানি বহুকাল ধোপার বাড়ি যায় নি, তাতেই যা একটু ময়লা বোধ হচ্ছিলো. নতুবা তাঁর চার অঙ্গুল চ্যাটালো কালাপেড়ে ধোপদস্ত ধুতিখানি সেই দিন মাত্র পাটভাঙ্গা হয়ে ছিল—মেরজাইটিও বিলক্ষণ, ধোবো ছিল। ব্রজর সম্প্রতি ইয়ার্ডে কর্ম্ম হয়েচে বয়সও অল্প, সুতরাং আজো ভালো কাপড় চোপড় করে উঠতে পারেন নি, কেবল গত বৎসর পূজোর সময় তাঁর আই, ন সিকে দিয়ে যে ধুতি চাদর কিনে দ্যায়, তাই পরে এসেছিলেন, সেগুলি আজো কোরা থাকায় তাঁরে দেখতে বড় মন্দ দেখায় নি। আরো তাঁর ধুতি চাদরের সেট নতুন বল্লেই হয়—বলতে কি, তিনিতো বেশী দিন পরেন নি, কেবল পূজোর সময় সপ্তমী পূজোর এক দিন পরে গোকুল দাঁয়ের প্রতিমে দেখ্‌তে গিয়ে ছিলেন—ভাসান দেখ্‌তে যাবার সময় এক বার পরেন, আর হাটখোলার যে সেই ভারী বারোইয়ারী পূজো হয়, তাতেই এক বার পরে গোপালে উড়ের যাত্রা শুন্‌তে গেছ্‌লেন—তা ছাড়া অমনি সিকের উপোর হাঁড়ির মধ্যে তোলাই ছিল।

ইয়ারেরা আসবা মাত্র গুরুদাস বিছেনা থেকে উঠে দাওয়ায় বসলেন। নবীন, গোপাল ও ব্রজও খুঁটি ঠ্যাসান দিয়ে উপ্ হয়ে বসলেন। গুরুদাসের মা চকমকী, শোলা, টিকে, ও তামাকের মেটে বাক্সটি বাইর করে দিলেন। নবীন চকমকী ঠুকে টিকে ধরিয়ে তামাক সাজ্‌লেন। ব্রজ পাতকো তলা থেকে হুকোটি ফিরিয়ে এনে দিলেন সকলেরই এক এক বার

তামাক খাওয়া হলো। গুরুদাস তামাক খেয়ে হাত মুখ ধুতে গ্যালেন; অ্যামন সময়ে ঝম্ ঝম্ করে অ্যাক পসলা ভারী বৃষ্টি এলো, উঠনের ব্যাঙগুলো থপ্ থপ্ করে লাপাতে লাপাতে দাওয়ায় উঠতে লাগ্লো; নবীন গোপাল ও ব্রজ তারি তামাসা দেখ্তে লাগ্লেন। নবীন, একটি শখের গাওনা জুড়ে দিলেন।

" শখের বেদেনী বলে কে.ডাকলে আমারে "

বর্ষাকালের বৃষ্টি মানুষের অবস্থার মত অস্থির; সর্ব্বদাই হচ্চে যাচ্চে তার ঠিকানা নাই —ক্রমে বৃষ্টি থেমে গ্যালো গুরুদাসও হাত মুখ ধুয়ে এসেই মারে খাবার দিতে বল্লেন, ঘরে অ্যামন তইরি খাবার কিছুই ছিল না, কেবল পান্তা ভাত আর তেঁতুল দিয়ে মাছ ছিল, তাঁর মা তাই চারখানি মেটে থোরায় বেড়ে দিলেন, গুরুদাস ও তাঁর ইয়ারেরা তাই বহুমান করে খেলেন।

পূর্ব্বে স্থির হয়েছিল, রাত্তিরের জোয়ারেই যাওয়া হবে, কিন্তু স্নান যাত্রাটি যে রকম আমোদের পরব, তাতে রাত্তিরের জোয়ারে গ্যেলে স্নানযাত্রার দিন ব্যালা দুপুরের পর মাহেশ পোঁছুতে হয়, সুতরাং দিনের জোয়ারে যাওয়াই স্থির হলো।

এ দিকে গির্জ্জের ঘড়িতে টুং টাং, টুং টাং করে দশটা বেজে গ্যালো, নবীন, ব্রজ, গোপাল ও গুরুদাস খেয়ে দেয়ে, পানতামাক খেয়ে, তোবড়াতুবড়ি নিয়ে, দুর্গা বলে যাত্রা করে বেরুলেন। তাঁর মা এক খানি পাখা ও দুটি ধামি কিনে আন্তে বল্লেন, তাঁর স্ত্রী পূর্ব্বের রাত্তিরে একটি চিত্তির করা হাঁড়ি ঘুনসি ও গুরিয়া পুতুল আন্তে বলেছিল, আর তাঁর বিধবা পিসির জন্য একটি থাজা কোয়াওলা ভাল কাঁঠাল,কলা কানাই বাঁশী ও কুলী বেগুণ আন্তে প্রতিশ্রুত হয়ে ছিলেন।

গুরুদাসের পোষাকটিও নিতান্ত মন্দ হয় নি, তিনি একখানি সরেস গুলদার উড়ুনী গায় দিয়ে ছিলেন, উড়ুনীখানি চল্লিশ টাকার কম নয়—কেবল কাটের কুচো বাঁদবার দরুণ চার পাঁচ জায়গায় একটু একটু খোঁচা গেছলো—তাঁর গায়ে একটি লাল বিলিতি ঢাকা প্যাটনের পিরাণ তার ওপর বুটু রঙ্গের একটি হাপ চায়নাকোট—তিনি "বেঁচে থাকুক বিদ্যে-সাগর চিরজীবী হয়ে" পেড়ে এক শান্তিপুরে করগোসে ধুতি পরেছিলেন, জুতো জোড়াটিতেও রূপোর বক্‌লস্ দেওয়া ছিল।

ক্রমে গুরুদাস ও ইয়ারেরা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে পৌঁছিলেন, সেথায় কেদার, জগ, হরি ও নারাণ তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল, তখন সকলে একত্র হয়ে বজরায় উঠ্‌লেন মাজিরা সুঁটকী মাছ, লঙ্কা ও কড়ায়ের ডাল দিয়ে ভাত খেতে বসে ছিল, জোয়ারো আসে নাই, সুতরাং কিছু ক্ষণ নৌকা খুলে দেওয়া বন্ধ রইলো।

কিন্তু পাঁচো ইয়ার নৌকোয় উঠেই আয়েস যুড়ে দিলেন গোপাল সন্তর্পনে জবাবির চোপলের শোলার ছিপিটি খুলে ফেল্লেন, ব্রজ অ্যাক্ ছিলিম গাঁজা তইরি কত্তে বসলেন—আতুরী ও জবাবিরা চলতে সুরু হলো, ফুলুরি ও বেগুণ ভাজারা সে কালের সতী স্ত্রীর মত আতুরীদের সহগমন কত্তে লাগ্‌লেন—মেজাজ গরম হয়ে উঠ্‌লো—এ দিকে নারাণ ও কেদার বাঁয়ার সঙ্গতে—

"হেঁসে খেলে নেওরে যাদু মনের সুখে।
কে কবে, যাবে শিঙ্গে ফুঁকে।
তখন কোথা রবে বাড়ি, কোথা রবে জুড়ি,
তোমার কোথা রবে ঘড়ি, কে দায় ট্যাঁকে।
তখন নুড়ো জ্বেলে দেবে ও চাঁদ মুখে॥"

গান জুড়ে দিলেন—ব্রজ গাঁজায় দম মেরে আড়ষ্ট হয়ে জোনাকি পোকা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, গোপাল ও গুরুদাসের স্ফূর্ত্তি দেখে কে!

এ দিকে সহরেও স্নানযাত্রার যাত্রীদের ভারী ধুম পড়ে গ্যাচে, বুড়ো মাগী, কলাবউয়ের মত আধ হাত ঘোমটা দেওয়া খুদে খুদে কনে বউ ও বুকের কাপড় খোলা হাঁকরা ছুঁড়িরা রাস্তা জুড়ে স্নানযাত্রা দেখ্‌তে চলেচে; এমন কি রাস্তায় গাড়ি পালকী চলা ভার, আজ সহরে কেরাঞ্চী গাড়ির ঘোড়ায় কত ভার টান্‌তে পারে, তার বিবেচনা হবে না, গাড়ির ভেতর ও পেছনে কত ভাংড়াতে পারে, তার চক্রার হচ্চে—এক এক খানি গাড়ির ভেতর দশ জন, ছাতে দুজন, পেছনে এক জন ও কোচবাক্সে দুজন—একুনে পোনের জন, এ সওয়ায় তিনটি করে আঁতুড়ে ছেলে ফাও। গেরস্তর মেয়েরাও বড়ভাই, শ্বশুর, ভাতার, ভাদ্দর বউ ও শাশুড়ীতে একত্র হয়ে গ্যাচেন, জগন্নাথের কল্যাণে মাহেশ আজ দ্বিতীয় বৃন্দাবন—অনেকেই কেষ্ট সাজবেন।

গঙ্গারও আজ চূড়ান্ত বাহার; বোট, বজরা, পিনেস ও কলের জাহাজ গিজ্‌ গিজ্‌ কচ্চে, সকল গুলি থেকেই মাৎলানো রং, হাসি ও ইয়ারকির গর্‌রা উঠচে, কোনটিতে খ্যামটা নাচ হচ্চে, গুটি ত্রিশ মোসাহেব মদে ও নেশায় ভোঁ হয়ে রং কচ্চেন; মধ্যে ঢাকাই জালার মত, পেল্লাদে পুতুলের মত ও তেলের কুপোর মত শরীর, দাঁতে মিসি, হাতে ইষ্টিকবচ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, তাতে ছোট ছোট ঢোলের মত গুটি দশ মাদুলী ও কোমরে গোট, ফিন্‌ফিনে ধূতি পরা ও পৈতের গোচ্চা গলায়—মৈমনসিং ও ঢাকা অঞ্চলের জমিদার সরকারী দাদা ও পাতান কাকাদের সঙ্গে খোকা সেজে

ন্যাকামি কচ্চেন; বয়েস ষাট পেরিয়েচে, অথচ 'রাম' কে 'আঁম' ও 'দাদা' ও 'কাকাকে' 'দাঁদা'! এঁরা বলেন—এঁরাই কেউ কেউ রঙ্গপুর অঞ্চলে 'বিদ্যোৎসাহী' কবলান, কিন্তু চক্র করে তান্ত্রিক মতে মদ খান ও ব্যালা চারটে অবধি পূজো ক-রেন অনেকে জন্মাবচ্ছিন্নে সূর্য্যোদয় দেখেচেন কি না সন্দেহ!

কোন পিনেসে এক দল সহুরে নব্য বাবুর দল চলেচেন, ইংরাজী ইস্পিচে মিড্নি মরের শ্রাদ্ধ হচ্চে, গাওনার সুরে জলও জমে যাচ্চে।

কোন পান্সি খানিতে এক জন চিল কাঞ্চুনে নবশাখ বাবু মোসাহেব ও মেয়ে মানুষের অভাবে পিস্তুতো ভাই, ভাগনে ও ছোট ভাইটিকে নিয়ে চলেচেন—বাঁয়া নাই, গোলাবি খিলি নাই; অ্যামন কি, একটা থেলো হুঁকোরও অপ্রতুল—তবু এমনি খোস্মেজাজ্—এমনি সক যে, পান্সির পাটাতনের তক্তা বাজিয়ে গুন গুন করে গাইতে গাইতে চলেচেন, যেমন করে হোক কায় ক্লেশে শুদ্ধ হওয়াটা চাই।

এ দিকে আমাদের নায়ক গুরুদাস বাবুর বজরায় মাঝি-দের খাওয়া দাওয়া হয়েচে, জুপুরের নমাজ পড়েই বজরা খুলে দেবে, অ্যামন সময় গোপাল গুরুদাসকে লক্ষ করে বল্লেন "দেখ্ ভাই গুরুদাস! আমাদের আমোদের চূড়ান্ত হয়েচে; আক্‌টার জন্যে বড় ফাঁক ফাঁক দ্যাখাচ্চে; সবই হয়েছে, কেবল মেয়ে মানুষ না হলে তো স্নানযাত্রার আমোদ হয় না, যা বল, যা কও"——অমনি কেদার "ঠিক বলেছো বাপ!" বলে কথার খি ধরে নিলেন; অমনি নারাণ বলে উঠলেন "বাবা যে নৌকো খানায় তাকাই, সকলি মাল ভরা, কেবল আমরা ব্যাটারাই নিরিমিষ্যি, আমরা যেন বাবার পিণ্ড দিতে গয়া কাশী যাচ্চি"।

ওরা ইাঁটা করে অাপন বেরিয়ে গ্যালো, হটি তিনি বরদাস্ত কত্তে পাল্লেন না. শেষে বিরক্ত হয়ে ইয়ারদের অপেক্ষা না করে টলতে টলতে আপনিই মেয়ে মানুষের সন্ধানে বেরুলেন, কেদার ও আর আর ইয়ারেরা.

"আয় আয় মকর গঙ্গাজল।
কাল গোলাপের বিয়ে হবে সৈতে যাবো জল।
গোলাপ ফুলের হাতটি ধরে, চলে যাবো সোহাগ করে,
ঘোমটার ভিতর খ্যামটা নেচে ঝম্ ঝমাবে মল॥"

গান ধরে গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন।

ঘন্টা ক্যানেক হলো গুরুদাস নৌকা হতে গ্যাছেন, অ্যামন সময় ব্রজ, গোপালও ফিরে এলেন। তাঁরা সহরটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসেছেন, কিন্তু কোথাও এক জন মেয়ে মানুষ পেলেন না; তাঁদের জানত ও সহরের চুটো গোচের বাড়ীতে বাকী করেন নাই। কেদার এই খবর শুনে অ্যাকবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, জরকেষ্টো মুখুয্যের জেলে জন্ম-রাতে তাঁর প্রহ্লাদেরো অ্যাতো দুঃখ হয় নাই, রাবণের হাতে রামের কাটা মুণ্ড দেখে অশোক-বনে সীতে কত বা দুর্ভাবিত হয়েছিলেন?) ও অত্যন্ত দুঃখে এই গান ধরে গুরুদাসের অপেক্ষায় রইলেন।

হৃৎপিঞ্জরের পাখী উড়ে এলো কার।
ত্বরা করে ধর গো সখি দিয়ে পীরিতের আধার॥
কোন্ কামিনীর পোষা পাখী, কাহারে দিয়েছে ফাঁকী
উড়ে এলো দাঁড় ছেড়ে শিকলীকাটা ধরা ভার॥

অ্যামন সময় গুরুদাসও এসে পড়লেন—গুরুদাস মনে করেছিলেন যে, যদি তিনিই কোন মেয়ে মানুষের সন্ধান নাই পেলেন—তাঁর ইয়ারেরা একটা না একটাকে অবশ্যই কুটিয়ে

আমরা পূর্বেই বলেছি, যে গুরুদাসের এক বিধবা পিসি ছিল। গুরুদাস বাড়ি গিয়ে তাঁর সেই পিসিরে বল্লেন যে "পিসি! আমাদের একটি কথা রাখতে হবে" তাঁর পিসি বল্লেন "বাপ্ গুরুদাস! কি কথা রাখতে হবে? তুমি অ্যাকটা কথা [illegible] আমরা কি রাখ্বো না! আগে বল দেখি কি কথা?" গুরুদাস বল্লেন "পিসি যদি তুমি আমাদের সঙ্গে [illegible] দেখতে যাও, তা হলে বড় ভাল হয়, দেখ পিসি সকলেই একটা দুটী মেয়ে মানুষ নিয়ে স্নানযাত্রায় যাচ্চে, কিন্তু [illegible] ক্যামন করে যাওয়া হয়, আমার নিজের জন্য [illegible] ইয়ারের সুদু নিরিমিষ রকমে যেতে মন কচ্চে না—তা পিসি আমোদ কত্তে কত্তে যাবো, তুমি কেবল বসে যাবে, কার সাধ্যি তোমারে কেউ কিছু বলে?" পিসি এই প্রস্তাব শুনে প্রথমে গাঁই গুঁই কত্তে লাগ্লেন, কিন্তু মনে মনে যাবার ইচ্ছাটাও ছিল, সুতরাং শেষে গুরুদাস ও ইয়ারদের নিতান্ত অনুরোধ অ্যাড়াতে না পেরে ভাইপোর সঙ্গে স্নানযাত্রায় গ্যালেন।

ক্রমে পিসিকে সঙ্গে নিয়ে গুরুদাস ঘাটে এসে পৌঁছিলেন, নৌকোর ইয়াররা গুরুদাসকে মেয়ে মানুষ নিয়ে আসতে দেখে হুর্‌রে ও হরিবোল ধ্বনি দিয়ে বাঁয়ার দামামার ধ্বনি কত্তে লাগলো, শেষে সকলে নৌকোয় উঠেই নৌকো খুলে দিলেন। দাঁড়িরা কোমে ঝপাঝপ করে দাঁড় বাইতে লাগ্‌লো, মাঝি হাল বাগিয়ে ধরে সজোরে দেদার ঝিঁকে মাত্তে লাগ্‌লো, গুরুদাস ও সমস্ত ইয়ারে

"ভাসিয়ে প্রেম তরি হরি যাচ্চে যমুনায়।
গোপীর কুলে থাকা হলো দায়।
আরে ও! কদম্ তলায় বসি বাঁকা বাঁশরি বাজায়,

ঝোপ ঝাপে লুকিয়ে থাকে—অমনি অন্ধকারে এতক্ষণ চাবি দেওয়া ঘরে, পালঙ্কের ভেতরে ও জলের জালায় লুকিয়ে ছিলেন—এখন শাঁক ঘণ্টার শব্দে সন্ধ্যার সাড়া পেয়ে বেরুলেন—তাঁর ভয়ানক মূর্ত্তি দেখে রমণীস্বভাবসুলভ শালীনতায় পদ্ম ভয়ে ঘাড় হেঁট করে চক্ষু বুজে রইলেন. কিন্তু কচ্‌কে ছুঁড়িদের আঁতো ভাব—কুমুদিনীর মুখে আর হাঁসী ধরে না। নোঙ্গোর করা ও কিনারার নৌকোগুলিতে গঙ্গা ও কথনার্তীত শোভা পেতে লাগ্‌লেন, বোধ হতে লাগ্‌লো যেন গঙ্গা গলদেশে দীপমালা ধারণ করে নাচ্‌তে লেগেচেন, বায়ু চালিত ঢেউগুলি তবলা বাঁয়ার কাজ কচ্চে—কোন খানে বালির খালের নীচে প্রকৃত [illegible] নোঙ্গোর করে বসেচেন—একমারী বেধড়ক চল্‌চে, গঙ্গার চমৎকার শোভায় মৃদু মৃদু হাওয়াতে ও ঢেউএর ঈষৎ দোলায়, কারু কারু শ্মশান বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েচে, কেউ বা ভাবে মজে পূরবী রাগিনীতে

"যে যাবার সে যাক্ সখি আমি তো যাবো না জলে।
যাইতে যমুনা জলে, সে কালা কদম্ব তলে,
আঁখি ঠেরে আমায় বলে, মালা দে রাই আমারে গলে।"

গান ধরেচেন, কোন খানে এইমাত্র এক খানি বোট্ নোঙ্গোর কল্লে—বাবু ছাতে উঠ্‌লেন, অমনি আর আর সঙ্গীরাও পেচনে পেচনে চল্লো. এক জন মোসাহেব মাজিদের জিজ্ঞাসা কল্লেন চাচা! জায়গাটার নাম কি? অমনি বোটের মাজি হুজুরে সেলাম ঠুকে "আইগেঁ কাশীপুর কর্‌তা! এই রতন বাবুর ঘাট" বল্লে বক্‌সিসের উপক্রমণিকা করে রাখ্‌লে, বাবুর দল ঘাট শুনে হাঁ করে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন; ঘাটে অনেক বউ ঝি গা ধুচ্ছিলো, বাবুদলের চাউনি হাসী ও রসি-

হচ্চে—আমীর ও রমেদের মধ্যে যাঁরা গেছলেন, তাঁরাই ঢুলো হয়ে বেরিয়ে আশ্চেন ফুলুরী ও গোলাপী খিলির দেবতাদের মত বর দিয়ে অন্তর্ধান হয়েচেন, কারু কার তপস্যার ফল লাভও সুরু হয়েচে—স্নেহময়ী পিসি আঁচল দিয়ে বাতাস কচ্চেন, নৌকো খানি অন্ধকার।

এমন সময় ঝম্ ঝম্ হঠাৎ এক পস্লা বৃষ্টি এলো, একটা গোল মেলে হাওয়া উঠ্লো, নৌকোর পাছা গুলি ঢুল্তে লাগ্লো—মাজিরা পাল ও চট মাথায় দিয়ে বৃষ্টি নিবারণ কত্তে লাগলো, রাত্তির প্রায় দুপুর!

সুখের রাত্তির দেখ্তে দেখ্তেই যায়—ক্রমে সুখ-তারার সীঁতি পরে হাঁসতে হাঁস্তে উষা উদয় হলেন, চাঁদ তারা-দল নিয়ে আমোদ কচ্ছিলেন, হঠাৎ উষারে দ্যেখে লজ্জায় ম্লান হয়ে কাঁপতে লাগ্লেন, কুমুদিনী ঘোমটা টেন্যে দিলেন, পূর্ব্ব দিক্ ফরসা হয়ে এলো, "জোয়ার আইচে" বলে মাজিরা নৌকো খুলে দিলে—ক্রমে সকল নৌকোয় সার বেঁধে মাহেশ ও বল্লভপুরে চল্লো, সকল খানিই এখানে রং পোরা কোন কোন খানিতে গলা ভাঙ্গা সুরে—

"এখনো রজনী আছে বল কোথা যাবে রে প্রাণ।
কিঞ্চিত বিলম্ব কর হোক্ নিশি অবসান॥
যদি নিশি পোহাইত, কোকিলে ঝঙ্কার দিত,
কুমুদী মুদিত হতো, শশী যেতো নিজ স্থান॥

শোনা যাচ্চে, কোন খানি ফকিরের মত নিঃশব্দ—কোন খানিতে কান্নার শব্দ—কোথাও নেসার গোঁ গোঁ ধ্বনি।

যাত্রীদের নৌকো চল্লো, জোয়ারো প্যেকে এলো, মালারা জাল ফেলতে আরম্ভ কল্লে—কিনারায়; সহরের বড় মানুষের ছেলেদের টুকপি ধোপার গাধা দ্যাখা দিলে, ভট চায্যিরা

প্রাতস্নান কত্তে লাগ্‌লেন, মাগী ও মিন্‌সেরা লজ্জা মাথায় রে কাপড় তুলে হাগ্‌তে বসেচে, তরকারীর বাজরা সমেত হটোরা বদ্দিবাটী ও শ্রীরামপুরে চল্লো, আড় খেয়ার পাটুনীরে কি ও আধ্ পয়সায় পার কত্তে লাগ্‌লো, বদর ও দফর াজীর ফকীরেরা ডিঙ্গেয় চড়ে ভিক্ষে আরম্ভ কল্লে, সূর্য্যদেব উদয় হলেন দেখে কমলিনী আহ্লাদে ফুট্‌লেন, কিন্তু ইলিশ- াছ ধড় ফড়িয়ে মরে গ্যালেন, হায়! পরশ্রী কাতরদের—এই শাই ঘটে থাকে।

যে সকল বাবুদের খড়দ, পেনেটি, আগড়পাড়া, কামারহাটী ভৃতি গঙ্গাতীর অঞ্চলে বাগান আছে, আজ তাঁদেরো ভারী , অনেক জায়গায় কাল শনিবার ফলে গ্যাচে, কোথাও াজ শনিবার, কারু কদিনই জমাট বন্দোবস্ত—আয়েস ও াহেলের হদ্দ। বাগানওয়ালা বাবুদের মধ্যে কারু কারু বাচ্ ালাবার জন্য পান্‌সী তইরি, হাজার টাকার বাচ হবে, ক মাস ধরে নৌকায় গতি বাড়াবার জন্য তলায় চরবি ঘসা চ্চে ও মাজিদের লাল উর্দ্দী ও আগু পেছুর বাদ বাসাই শেন সংগ্রহ হয়েচে—গ্রামস্থ ইয়ার দল, খড়দর বাবুরা ও ার আর ভদ্রলোক মধ্যস্থ; বোধ হয় বাদি মহিন্দর নফর— নে বাজারের ক্যাবিনেট মেকর—ভারি সৌখিন—সকের াগর বল্লেই হয়!

এ দিকে কোন কোন যাত্রী মাহেশ পোঁছুলেন, কেউ কেউ ৌকোতেই রইলেন, দুই এক জন ওপরে উঠ্‌লেন—মাঠে াকারণ্য, বেদি মণ্ডপ হতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত লোকের ঠেল রেচে; এর ভেতরেই নানাপ্রকার দোকান বসে গ্যাছে কিরীরা কাপড় পেতে বসে ভিক্ষে কচ্চে, গায়েনরা গাচ্চে, ানন্দলহরী, একতারা, খঞ্জনী ও বাঁয়া নিয়ে বষ্ণুমরা বিব-

ক্ষণ পয়সা কুড়চ্চে, লোকের হর্‌রা, মাঠের ধুলো ও রোদে তাতে একত্র হয়ে একটি চমৎকার মেওয়া প্রস্তুত হয়েচে অনেকে তাই দিল্লীর লাড্ডুর স্বাদে সাদ করে সেবা কচ্চেন।

ক্রমে ব্যালা দুই প্রহর বেজে গ্যাল, সূর্য্যের উত্তাপে মাথা পুড়ে যাচ্চে, গামছা, রুমাল চাদর ও ছাতি ভিজিয়েও পার পাচ্চে না। জগবন্ধু চাঁদমুখ নিয়ে বেদির ওপর বসেচেন, চাঁদমুখ দেখে কুমুদিনীর ফোটা চুলোয় যাক্‌; প্রলয় তুফানে জেলেডিঙ্গির তফ্‌রা খাওয়ার মত সমাগত কুমুদিনীদের দুর্দ্দশা দ্যাখে কে!

ক্রমে ব্যালা প্রায় একটা বেজে গ্যাল, জগন্নাথের আর স্নান হয় না—দশ আনীর জমীদার "মহাশয়" বাবুরা না এলে জগন্নাথের স্নান হবে না, কিন্তু পচা আদা ঝালে ভরা—তাঁদের আর আসা হয় না, ক্রমে যাত্রীরা নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়্‌লো, আস পাশের গাছ তলা, আঁব বাগান ও দাওয়া দরজা লোকে ভরে গ্যাল, অনেকের সর্দ্দিগর্ম্মি উপস্থিত, কেউ কেউ সিঙ্গে ফুক্‌লেন, অনেকেই ধুতুরো ফুল দেখ্‌তে লাগ্‌লো, ডাব ও তরমুজে রণক্ষেত্র হয়ে গ্যাল, লোকের রল্লা দ্বিগুণ বেড়ে উঠ্‌লো, সকলেই অস্থির, এমন সময় শোনা গ্যাল বাবুরা এসেচেন। অমনি জগন্নাথের মাথায় কলসী করে জল ঢালা হলো, যাত্রীরাও চরিতার্থ হলেন! চিড়ে দই মুড়ী মুড়কী চাটিম কলা দেদার উঠ্‌তে লাগ্‌লো, খোস্‌ পোষাকী বাবুরা খাওয়া দাওয়া কল্লেন, অনেকের আমোদেই পেট ভরে গ্যাছে, সুতরাং খাওয়া দাওয়া আবশ্যক হলো না। কিছু ক্ষণ বিশ্রামের পর তিনটে, শেষে চারটে বেজে গ্যাল, বাচ খ্যালা আরম্ভ হলো—কার নৌকা আগে গিয়ে নিশেন ন্যায় এই তামাসা দ্যাখ্‌বার জন্য সকল নৌকোই খুলে দেওয়া হলো।

বশ্যই এক দল জিৎলেন, সকলে জুটে হারের হাততালি ও
তের বাহবা দিলেন, স্নানযাত্রার আমোদ ফুরুলো। সকলে
ড়ি মুখো হলেন, যত বাড়ি কাছে হতে লাগলো; শেষে
তই গরমিবোধ হতে লাগলো কাশীপুরের চিনির কল বালির
ল, কেউ পার হয়ে প্রসন্নকুমারঠাকুরের ঘাটে উঠলেন, কেউ
ভবাজার ও আহিরিটোলার ঘাটে নাবলেন। সকলেরই
বিষণ্ণ বদন—ম্লান মুখ; অনেককেই ধরে তুলতে হলো; শেষ
র পাঁচ দিনের পর আমোদের নাগাড় মরে—ফির্তি
গালের দরুণ আমরা গুরুদাস বাবুর নৌকা খানা বেচে
নিতে পাল্লেম না।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।